Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

990
92

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

वर्ग संख्या ११४/९३ आगत संख्या २९०५७

पुस्तक – वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित २०वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा १० पैसे के हिसाब से विलम्ब - दण्ड लगेगा।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হিন্দুসংস্কৃতির স্বরূপ

ক্ষিতিমোহন সেন

বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

[illegible] সহিত শিক্ষিত-মনের যোগসাধন করিয়া দিবার জন্য ইংরেজিতে বহু গ্রন্থমালা রচিত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় এ-রকম বই বেশি নাই যাহার সাহায্যে অনায়াসে কেহ জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরিচিত হইতে পারেন।

যুগশিক্ষার সহিত সাধারণ-মনের যোগসাধন বর্তমান যুগের একটি প্রধান কর্তব্য। বাংলা সাহিত্যকেও এই কর্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইলে চলিবে না। তাই এই দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বভারতী এই দায়িত্বগ্রহণে ব্রতী হইয়াছেন।

। ১৩৫২ ।

৪১. ভারতীয় সাধনার ঐক্য : ডক্টর শশিভূষণ দাশগুপ্ত
৪২. বাংলার সাধনা : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪৩. বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৪৪. মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
৪৫. নব্যবিজ্ঞানে অনির্দেশ্যবাদ : শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
৪৬. প্রাচীন ভারতের নাট্যকলা : ডক্টর মনোমোহন ঘোষ
৪৭. সংস্কৃত সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী
৪৮. অভিব্যক্তি : শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

। ১৩৫৩ ।

৪৯. হিন্দু জ্যোতির্বিদ্যা : ডক্টর সুকুমাররঞ্জন দাশ
৫০. ন্যায়দর্শন : শ্রীসুখময় ভট্টাচার্য
৫১. আমাদের অদৃশ্য শত্রু : ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৫২. গ্রীক দর্শন : শ্রীশুভব্রত রায় চৌধুরী
৫৩. আধুনিক চীন : থান য়ুন শান
৫৪. প্রাচীন বাংলার গৌরব : মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
৫৫. নভোরশ্মি : ডক্টর সুকুমারচন্দ্র সরকার
৫৬. আধুনিক য়ুরোপীয় দর্শন : শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৫৭. ভারতের বনৌষধি : ডক্টর শ্রীমতী অসীমা চট্টোপাধ্যায়
৫৮. উপনিষদ্ : মহামহোপাধ্যায় শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী
৫৯. শিশুর মন : শ্রীসুধেনলাল ব্রহ্মচারী

। ১৩৫৪ ।

৬১. ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬২. ভারতশিল্পে মূর্তি : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৬৩. বাংলার নদনদী : ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়
৬৪. ভারতের অধ্যাত্মবাদ : শ্রীনলিনীকান্ত ব্রহ্ম
৬৫. টাকার বাজার : শ্রীঅতুল সুর
৬৬. হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ

ক্ষিতিমোহন সেন

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট
কলিকাতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রকাশক—শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

ভাদ্র ১৩৫৪

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য
শৈলেন প্রেস, ৪ সিমলা স্ট্রীট, কলিকাতা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

পুস্তক সংখ্যা ৭৭৪
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri
৭২
পঞ্জিকা সংখ্যা ২৮০৫৬
पुस्तक पर सर्व प्रकार की निशानियां लगाना वर्जित है। कोई सज्जन पन्द्रह दिन से अधिक देर तक पुस्तक अपने पास नहीं रख सकते। अधिक देर तक रखने के लिये पुनः आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये।

গঙ্গার জল সাদা, এবং যমুনার জল কালো; পদ্মা নদীর জলও সাদা, মেঘনার জল কালো; তাই গঙ্গা-যমুনা বা পদ্মা-মেঘনা নদীসংগমের পরও অনেক দূর পর্যন্ত একই খাতে সাদা ও কালো এই দুইটি স্রোত পাশাপাশি চলিতে দেখা যায়। সাগরের নীল জলের মধ্যেও নদীর ধারা গিয়া মিলিলে অনেক দূর পর্যন্ত নীল জলরাশির মধ্যে নদীর জলের পরিচয় পাওয়া যায়। জলের রং দেখিয়াই পাকা নাবিকেরা নদীর সান্নিধ্য টের পায়।

মানবমহাসাগরেও নানা জাতির মানুষের নানা ধারা আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে, এবং সুদীর্ঘকাল অন্যান্য নানাবিধ জাতির সঙ্গে বাস করিলেও এক-একটি বিশেষ জাতির বিশিষ্ট পরিচয় নানা ভাবেই পাওয়া যায়। ভাষায়, আচারে-ব্যবহারে, বেশে-ভূষায়, মুখের চেহারায়, পূজ্যাপূজ্য ও খাদ্যাখাদ্য বিচারে, নানাভাবেই বহুদিন পর্যন্ত এক-একটি ধারা আপন-আপন বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলে!

এই কারণে একই খৃস্টধর্মের নানা দেশে নানা স্বরূপ। গ্রীক চার্চ, রোমান চার্চ, আর্মেনীয়ান চার্চ, রুশীয় চার্চ, আবিসীনীয় চার্চ প্রভৃতি ভেদের আর অন্ত নাই। বৌদ্ধধর্মেরও দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। এমন যে সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রশাসিত মুসলমানধর্ম তাহারও প্রদেশ ও ক্ষেত্র ভেদে নানাপ্রকারের বৈচিত্র্যের আর শেষ নাই। অরেল স্টাইন দেখাইয়াছেন,

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মধ্য-এসিয়াতে বহু বৌদ্ধ বিহার মুসলমান-সাধনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াও তাহাদের বহু পূর্বের আচার ও সংস্কার রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। তাই সেখানে প্রাচীন প্রথাতেই কোথাও মুসলমান-তীর্থে পায়রা পালন করা হয়, কোথাও মৎস্য রক্ষা করা হয়, কোথাও কুম্ভীর পালিত হয়, ইত্যাদি। এমন কি বিশেষজ্ঞেরা দেখিয়াছেন মক্কায় আদিম মুসলমান-ধর্মও পয়গম্বরের পূর্ববর্তী বহু আচার-সংস্কারাদির দ্বারা পরিপূর্ণ। এখনও মক্কায় হজে এমন বহু আচার-অনুশীলন পালিত হয় যাহা মুসলমানধর্ম প্রবর্তনের পূর্বকালীন আদিম ধর্ম হইতে প্রাপ্ত। "অল্লাহ" কথাটিও পূর্বতন ধর্মমত হইতে গৃহীত দেবতাবিশেষেরই নাম।

সমস্ত পৃথিবীর কথা ছাড়িয়াই দিলাম— এই যে ভারতে হিন্দুধর্ম প্রচলিত আছে ইহার মধ্যেও প্রদেশগত ও নানাবিধ মানবশ্রেণীগত বিশেষত্বের আর সীমা নাই। ইচ্ছা হইলে এবং প্রয়োজন থাকিলে সেইসব লক্ষণ অনুসারে এই এক ভারতীয় হিন্দুধর্মকেই কত ভাগে বিভক্ত করা যায় তাহা আর বলিয়া শেষ করা যায় না। তবে ভুলিলে চলিবে না, এমন কোনো ধর্মই নাই যাহাতে এই কাণ্ডটি না করা চলে। তবে সে-সব ক্ষেত্রে ভেদ-বিভেদ দেখাইবার রাষ্ট্রনীতিগত প্রয়োজন উপস্থিত নাও থাকিতে পারে।

এখনও আড়াই শত বৎসর হয় নাই মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তিত হইয়াছে। তাহার পর যখন পুরাতন ধর্মের অনুবর্তনের স্থলে সেখানকার লোকেরা খুব নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বনিয়া গিয়াছেন— তখনও তাঁহাদের মধ্যে একটু খোঁজ করিলেই তাঁহাদের পুরাতন ধর্মের ও আচারের বহু অবশেষ নানাভাবে দেখা যাইতে থাকে। তাঁহারা যে পূর্বে কোনো কালে ভারতের বাহির হইতে আগত অন্য কোনো মানবশাখার সন্তান তাহা তাঁহাদের ভাষা ছাড়াও নানা আচার বিচার ও সংস্কারে পাওয়া যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সকল ধর্মের মধ্যেই এইরূপ একই মহাসাগরের মধ্যে নানা শাখা-প্রশাখার বিশেষ বিশেষ পরিচয় মেলে, যদিও খৃস্টান মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম নানা ভাবে এইসব বিশেষত্বগুলি এক শাস্ত্র ও বিচারের দ্বারা, এবং বর্তমান কালের পাশ্চাত্ত্য প্রভাব তাহার বন্যায়, সবই নিশ্চিহ্ন করিয়া একাকার করিয়া দিতে ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছে। ভারতের হিন্দু ধর্মে ও সংস্কৃতিতে এইরূপ ভাবে বিশেষত্ব লোপ করিবার তো কোনো চেষ্টাই হয় নাই বরং দেশাচার কুলাচার প্রভৃতি নানা নামে ভারতবর্ষ এইসব বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে রক্ষাই করিয়াছে।

ব্যবহারদর্শনবিধিতে নারদ বলিয়াছেন, কৃত্যাকৃত্যনির্ণয়ে "ব্যবহারো হি বলবান্" (৩৪)। ব্রহ্মাবর্তের কথা বলিতে গিয়া মনু বলেন, যেই দেশে যে পরম্পরাগত আচার তাহাই সদাচার (২, ১৮)। ব্যবহারময়ূখকার নীলকণ্ঠ বলেন, দাক্ষিণাত্য বিপ্রেরা মাতুলকন্যা বিবাহ করেন, মধ্যদেশে কর্মকার ও শিল্পীরা গোমাংস খায়, পূর্বদেশে মৎস্য ও নারী-ব্যভিচার চলে, উত্তরে নারীরা মদ্যপায়ী।

যস্মিন্ দেশে য আচারো ব্যবহারঃ কুলে স্থিতিঃ।
তথৈব প্রতিপাল্যোঽসৌ যদাবশমুপাগতঃ॥

—যাজ্ঞবল্ক্য, আচারাধ্যায়, ৩৩৯

যাজ্ঞবল্ক্যের এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায়, যেই যেই দেশে বা কুলে যে-সব বিশেষ বিশেষ আচার আছে তাহা নষ্ট না করিয়া ধর্মপালন করিবে। কাজেই ইহাতে বিশেষত্বগুলি রক্ষারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এইসব বিশেষত্ব ধরিয়াই দেশে-দেশে ভিন্ন-ভিন্ন স্মৃতি ও নিবন্ধ রচিত হইয়াছে এবং ভিন্ন-ভিন্ন দেশে ভিন্ন-ভিন্ন গ্রন্থ সংকলিত।

তাই যাঁহারা ধর্ম সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আলোচনা করিতে চাহেন, ভারতীয় হিন্দুধর্মের মধ্যে তাঁহাদের কাজের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

চমৎকার ক্ষেত্র এখনও বিদ্যমান। এখনকার নূতন শিক্ষায় দীক্ষায় আবার এইসব পুরাতন সংস্কার ও আচার-বিচারগুলি মুছিয়া গেলে তখন কাজ তত সহজ থাকিবে না।

এখন আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক প্রদেশের সংস্কার অন্য প্রদেশ গ্রহণ করিতেছে। তাহাতেই ভবিষ্যতের কর্মীদের কাজ কিছু কঠিন হইবে। বিহারে এতকাল নবরাত্রে বাঙালীদের মত লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণপতি-সমন্বিত দশভুজা মৃন্ময়ী মূর্তির পূজা হইত না। এখন পাটনা প্রভৃতি স্থানে দেখিলাম বিহারবাসীরা এইরূপ পূজাও আরম্ভ করিয়াছেন। বাংলাদেশেও দুর্গাপূজার নানা পদ্ধতি আছে। কেহ কেহ পূজা করেন বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণের মতে, কেহ কেহ করেন দেবী-পুরাণের মতে, কেহ কেহ বা করেন কালিকাপুরাণপ্রোক্ত মতে। বাংলাদেশের পুরোহিতদর্পণে এই তিন মতের পূজার বিধিই সবিস্তারে বর্ণিত (পুরোহিতদর্পণ, সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, ৮ম সংস্করণ, ৭৩৭-৮০২ পৃ.)। শ্রীহট্ট ও মিথিলার স্থানে স্থানে দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণী মতে নবরাত্রের পূজা সম্পন্ন হয়। ইহা ছাড়া বিশেষ বিশেষ স্থানে ও কুলে বিশেষ বিশেষ বিধি আছে। দেবীও কোথাও অষ্টভুজা কোথাও রক্তবর্ণা কোথাও নীলবর্ণা। কোথাও মহিষমর্দিনী কোথাও মাত্র সিংহবাহিনী। এইসব নানা দিক দিয়া বাংলাদেশেরও নানা পুরাতন প্রথার অনুসন্ধান চলিতে পারে। এখন বিহারে এই নূতন দুর্গাপূজা কি মতে প্রবর্তিত হইতেছে তাহাও দেখিবার মত বিষয়।

নেপালে, মিথিলায়, কামরূপ প্রদেশে ও উড়িষ্যায় দুর্গাপূজা প্রচলিত আছে। তবে সেখানে ঠিক বাংলাদেশের মত দুর্গোৎসবে এমন ঘটা নাই এবং লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণপতি সহ এইরূপ সমারোহ সহকারে প্রতিমাবিসর্জন ও উৎসব চলে না। নেপালে বলি আছে, ছাগ ও মহিষ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উভয় বলিই হয়। উড়িষ্যার ক্বচিৎ দুর্গাপূজায় ছাগবলি হয়, নহিলে মাছের নৈবেদ্য দিয়াই পূজা হয়। আসামে এত কাল দুর্গা-প্রতিমা তদ্দেশবাসীরা করিতেন না। বাঙালীদের প্রতিমার কাছেই তাঁহারা পূজা দিতেন বা পূজা দিতেন দেবী-মন্দিরে। সেখানেও দেবী-পূজার প্রবর্তক সব পুরাতন বাঙালী পণ্ডিত। কামরূপপতির আদেশে তাঁহারা দুর্গোৎসববিষয়ে গ্রন্থ লেখেন। এখন আসামে বাঙালীদের প্রতি একটু ভিন্ন ভাব হওয়ায় তাঁহারা নিজেরাই প্রতিমা করান এবং দেখিয়াছি বাঙালী-শাড়ী-পরিহিতা দেবীর বদলে তাঁহারা আসামী বুক-ঢাকনী পোশাকে দেবীপ্রতিমা তৈয়ার করান।

মিথিলার রাজা নরসিংহদেবের অনুরোধে ১৪৩৮ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি বিদ্যাপতি একখানি দুর্গাপূজার গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম দুর্গা-ভক্তিতরঙ্গিণী বা দুর্গোৎসবপদ্ধতি। গ্রন্থখানি মিথিলাতে খুব চলে, আর চলে বাংলাদেশের মধ্যে শ্রীহট্টে। বাংলার অন্যত্রও গ্রন্থখানার সম্মান আছে। রঘুনন্দনও দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উড়িষ্যাতে রামচন্দ্র দেব গজপতির আজ্ঞায় ভারতীভূষণ বর্ধমান মহাপাত্র দুর্গোৎসবচন্দ্রিকা লেখেন। উড়িষ্যায় তাহা সমাদৃত। আসামেও শম্ভুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশ দুর্গোৎসবকৃত্যকৌমুদী লেখেন। তিনি ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে কামরূপপতির সভাপণ্ডিত ছিলেন।

আর একখানি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীর কথা এখানে বলা উচিত— তাহা মাধবকৃত। অষ্টাবিংশতিতত্ত্বকার রঘুনন্দন দুর্গোৎসবতত্ত্ব ও দুর্গোৎসব-প্রমাণ নামে যে গ্রন্থ লেখেন তাহা বাংলাদেশে সম্মানিত। বঙ্গীয় আচার্য শূলপাণিও দুর্গোৎসববিবেক লিখিয়াছিলেন। শ্রীকরাচার্যের পুত্র আচার্যচূড়ামণি শ্রীনাথকৃতও একখানি দুর্গোৎসববিবেক আছে। শ্রীনাথের উপর বাংলা ও মিথিলা উভয় দেশেরই দাবি আছে। গোপাল ন্যায়পঞ্চাননকৃত দুর্গোৎসবনির্ণয় গ্রন্থও পণ্ডিতদের ঘরে পাওয়া যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মধুসূদন বাচস্পতি দুর্গার্চাকালনির্ণয় নামে একখানা গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তান্ত্রিক আচার্য কালীচরণ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ দুর্গার্চামুকুর নামে যে গ্রন্থ লেখেন তাহার প্রথমে আছে জগদ্ধাত্রী পূজার কথা এবং দ্বিতীয়ার্ধে আছে কালীপূজার কথা। আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজাই সর্বজন-বিদিত, কিন্তু কালীচরণমতে কার্তিক শুক্লানবমীতেও দুর্গাপূজার বিধান আছে। পঞ্চদশ কি ষোড়শ শতাব্দীতে নারায়ণ ভট্ট যে দুর্গার্ণব লেখেন তাহার আদর বাংলার বাহিরেই বেশি। পরমানন্দ শর্মার দুর্গার্চা-কৌমুদী ও মথুরানাথ শুক্লের দুর্গার্চনামৃতরহস্য, রাঘব ভট্টের দুর্গাতত্ত্ব, রঘূত্তমতীর্থের দুর্গাভক্তিলহরীর সমধিক আদর বাংলার বাহিরে।

এই দুর্গাপূজা বিষয়েও সব প্রদেশের পদ্ধতি আচার ব্যবহার ও বিধানের তুলনামূলক আলোচনা করিলে ভারতের সংস্কৃতির ইতিহাসের বহু জ্ঞাতব্য বস্তু জানা যাইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মৃন্ময়ী দুর্গা-প্রতিমার অর্চনা বাংলার বাহিরে বড় নাই। অন্যত্র সর্বপ্রদেশে নিকটবর্তী দেবীমন্দিরে পূজা হয়। উড়িষ্যায় ও মিথিলার কোথাও কোথাও প্রতিমাও হয়, তবে খুব কম। গোয়া প্রভৃতি অঞ্চল শান্তদুর্গার রীতিমত মন্দির। গুজরাটে ভদ্রকালীকেই সকলে দুর্গা বলেন।

শিবপূজা

শুধু দেবী বা দুর্গাপূজা কেন, শিব বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পূজায়ও প্রদেশে-প্রদেশে ভিন্নতা আছে। বাংলায় ও বাংলার আশে পাশে অনেকে প্রতিদিনকার শিবপূজায় পাষাণের শিব বা বাণলিঙ্গ ব্যবহার না করিয়া মাটির গড়া শিব পূজা করেন। প্রতিদিনই পূজার পূর্বে শিবকে গড়া হয় এবং পূজা হইলে তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে বলে পার্থিব শিব-লিঙ্গপূজা। এই পার্থিবলিঙ্গপূজা নেপালবাসী আসামবাসী এবং

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

উড়িষ্যাবাসীর লোককেও কাশীতে করিতে দেখিয়াছি। তবে সেইসব দেশে সর্বত্র তাহা চলে কিনা জানি না। আর বাংলাদেশেই এই পার্থিব-লিঙ্গ-পূজার বেশি প্রচার। দক্ষিণ-ভারতে দ্রবিড়েও পার্থিবলিঙ্গপূজা কোথাও কোথাও আছে। তাঁহারা প্রায়ই নদীতীরে গিয়া বালু দিয়া স্তূপাকার করিয়া সৈকতলিঙ্গ করেন। বিলাতের ইণ্ডিয়া অফিসের পুঁথিশালায় একখানি পার্থিবলিঙ্গপূজার গ্রন্থ আছে তাহা বৌধায়নসূত্র বৃহদ্বাসিষ্ঠ ও লিঙ্গপুরাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৌধায়নসূত্র চলে দ্রবিড়-দেশে। কাজেই এই পার্থিবলিঙ্গপূজা-গ্রন্থ সেই দেশেরই পুঁথি হইবে। স্টাইন সাহেবের পুঁথিতালিকায়ও দেখা যায় দুইখানি পার্থিবলিঙ্গপূজা-বিধির পুঁথির কথা।

শিবপূজা বিষয়ে রাজা ভোজদেব-রচিত শিবতত্ত্বপ্রকাশিকা নামে পুঁথি আছে। কেলডী-বংশীয় রাজা বসপ্প নায়ক শিবতত্ত্বরত্নাকর রচনা করেন। অল্‌বারের মহারাজা বিনয়সিংহ শিবদমনার্চনপদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। তিনজনই রাজা। শিবপূজা তো এক সময় ব্রাহ্মণের ও বৈদিকাচারের যে বর্জনীয় ছিল তাহা আমি জাতিভেদ নামক পুস্তকে দেখাইয়াছি। শিবরাত্রি ব্রতই তো ব্যাধের প্রবর্তিত (শিবপুরাণ, জ্ঞানসংহিতা, ৭৪ অধ্যায়)। ভিন্নরূপে শিব অর্জুনের কাছে দেখা দেন (ঐ, ৬৭ অধ্যায়)। স্ত্রী, শূদ্র ও ম্লেচ্ছদেরও শিবার্চনায় অধিকার আছে (ঐ, সনৎকুমারসংহিতা, ১৪ অধ্যায়) ; কিন্তু লিঙ্গপুরাণে দেখি তাহারা ব্রাহ্মণের দ্বারাতেই পূজা করাইবে, নিজেরা শিবপূজা করিতে পারিবে না (লিঙ্গপুরাণ, উত্তরভাগ, ২০ অধ্যায়)।

প্রায় সব পুরাণেই দেখা যায় শিব হইলেন কৈলাসের। তবে কি হিমালয়বাসী কিরাতাদি জাতির মধ্যেই তাঁহার পূজা ছিল। রাবণ তাঁহাকে দক্ষিণদেশে নিতে চাহেন। শিবের ইচ্ছা না থাকায়, রাবণ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তপোবনে শিবকে বহন করিয়া লইয়া রওয়ানা হইলেও, বৈদ্যনাথ পর্যন্ত আসিয়া শিবকে মাটিতে নামাইতে বাধ্য হইলেন এবং কৈলাসের শিব সেখানেই রহিয়া গেলেন। রাবণ রোষাবিষ্ট হইয়া যে বিষম কিল শিবকে মারিলেন এখনও বৈদ্যনাথের মাথায় সেই দাগ আছে। মনে হয়, উত্তরের শিব-উপাসনা এক সময় ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল পর্যন্ত আসিয়া স্থগিত ছিল। পরে তাহা দক্ষিণে ক্রমশ গিয়াছে। দক্ষিণেও হয়তো আর-এক রকমের শিবপূজা ছিল, রাবণ প্রভৃতি যাহার ভক্ত। এখন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের নানা দেশের শিবপূজার ছোটবড় সব পদ্ধতি ও খুঁটিনাটি মিলাইলে কিছু কিছু আলোকপাত হয়।

নেপাল ও হিমালয়পাদমূলে এবং বাংলা ও আসামে শিবপূজার মধ্যে কোথাও কোথাও এমন সব আচার ও পদ্ধতি আছে যাহা বৈদিকাচারের সঙ্গে একটুও মিল খায় না। বাংলাদেশে শিবরাত্রি ছাড়া রাত্রিতে শিবপূজা নাই। দ্রবিড়দেশে শিবপূজা প্রধানত হয় রাত্রিতে। বাংলাদেশে বৈদ্যনাথের পূজাও হয় সন্ধ্যাকালে। বাংলাদেশের পুরোহিতদর্পণে দেখা যায় বৈদ্যনাথপূজায় ছাগপশু বলিদান আছে (সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, ৮ম সংস্করণ, বৈদ্যনাথপূজা, পৃ. ৮৯৪-৯৭)।

শক্তিপূজার মধ্যেও দক্ষিণাচার, বামাচার প্রভৃতি ছাড়া উত্তর হিমালয়াদি প্রদেশ ও দক্ষিণ মালাবারাদি প্রদেশভেদে বিশেষত্ব আছে। তন্ত্রে চীনাচারের কথা, মহাচীনে শক্তিপূজার বিশেষ পদ্ধতির কথা আছে। যথা,

চীনতন্ত্রানুসারেণ পূজয়েৎ কালিকাং পরাম্। মাতৃকাভেদতন্ত্র, ১ পটল
মহাচীনক্রমং দেব কলিতং ভুবি দুর্লভম্। নীলতন্ত্র, ৯ম পটল ইত্যাদি।

কামরূপ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি ভেদে শক্তিপূজাও বিভিন্ন।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বৈষ্ণবধর্মও বাংলাদেশে মহাপ্রভুর পূর্বে যে প্রকারের ছিল তাহার সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের বিস্তর প্রভেদ দেখা যায়। শ্রী-মাধ্ব প্রভৃতি চারি-প্রকার বৈষ্ণবমত ছাড়া গৌড়-গুর্জরাদি দেশভেদগত বৈচিত্র্যও আছে। বলদেব বিদ্যাভূষণ গৌড়ীয় মতকে অতি কষ্টে কর্ণাটদেশীয় মাধ্বমতের সঙ্গে যুক্ত করিতে চাহেন।

আবার তন্ত্রাদি শাস্ত্র দেখিলে সদাশিব, পশুপতি প্রভৃতি ভেদ ও দেশ-ভেদে পূজার পদ্ধতিভেদের কথা জানা যায়।

আমাদের দেশে যাঁহারা পার্থিবলিঙ্গপূজা করেন তাঁহারা মৃত্তিকার দ্বারা অন্যূন অঙ্গুষ্ঠপরিমিত শিবলিঙ্গ নির্মাণ করিয়া তাহার মস্তকে একটি ক্ষুদ্র গোলাকৃতি মৃত্তিকা দেন। তাহার নাম "বজ্র"। এই বজ্রসমন্বিত লিঙ্গ বিল্বপত্রের উপর বসাইয়া আচমন, নারায়ণ-অর্চনা করিয়া সকলে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পঞ্চোপচারে পূজা করেন। তার পর "নমো হরায় নমঃ" বলিয়া লিঙ্গের মস্তকে একটু জল দিয়া একটি বিল্বপত্রের দ্বারা বজ্রটি নামাইয়া রাখেন। তার পর "নমো মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া লিঙ্গের মস্তক একটু টিপিয়া দেন, তার পর পূজক "নমঃ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব" বলিয়া অক্ষত (আতপ চাউল) দেন। তারপর ধ্যানাদি সহকারে পূজায় অগ্রসর হইয়া চলেন (দ্রষ্টব্য আহ্নিককৃত্যম্, শ্যামাচরণ কবিরত্ন সংকলিত, নবম সংস্করণ, পৃ. ৬৮-৭০)।

বাংলাদেশে পার্থিবলিঙ্গপূজা খুব প্রচলিত। পার্থিবলিঙ্গপূজায় বজ্রসহই পার্থিবলিঙ্গ নির্মাণ করিতে হইবে, তবে পরে বজ্র নামাইয়া পূজা চালাইতে হইবে। ইহাতে কি সূচিত হয়? শিব তো উত্তরের হিমালয়-কৈলাসবাসী। তারপর বজ্র থাকাতে মনে আসে বজ্রযান প্রভৃতির কথা। অথচ বজ্রটুকু বাদ না দিলে পূজা হয় না। তবে কি বজ্র-যানের বজ্র বাদ দিয়া তাঁহাকে পূজার যোগ্য করা হয়? উড়িষ্যাতেও

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বজ্রসহ পার্থিবলিঙ্গ করিতে হয়। আসামের ও নেপালের শিবভক্তগণকে কাশীতে বজ্রসহ পার্থিবলিঙ্গপূজা করিতে দেখিয়াছি। তামিল দেশে সৈকতলিঙ্গের উপর বজ্রস্থাপনা কোথাও হয়তো বা থাকিতে পারে কিন্তু একদল আমরা দেখি নাই। এমন অবস্থায় এক দেশ হইতে একদল অন্য দেশে গেলে তাহাদের ভাষায় ও আচারে যেমন পূর্বতন দেশ ধরা পড়ে, তেমনি ধরা পড়ে এই সব পূজার্চনায় বিশেষত্বের দ্বারা।

শিবপূজা সম্বন্ধে পুঁথিও বিস্তর আছে। পুরাতন পুঁথির তালিকা খোঁজ করিতে গিয়া দেখা গেল হরিরায় একখানি শিবপূজাপদ্ধতি রচনা করিয়াছেন। শিবপূজাপদ্ধতি একখানা রাঘবানন্দনাথের, আর একখানা পুঁথি পাওয়া গিয়াছে যাহার গ্রন্থকারের নাম জানা যায় নাই। শিবপূজাপ্রকার গ্রন্থের রচয়িতারও নাম জানা নাই। বল্লভেন্দ্র সরস্বতী শিবপূজা সংগ্রহ নামে একখানা গ্রন্থ রচনা করেন। মহারাষ্ট্র-দেশীয় ভট্ট জয়রামের পুত্র কাশীনাথ ভট্ট শিবপূজাতরঙ্গিণী রচনা করেন। কাশীনাথের রচিত আরও কয়েকখানা গ্রন্থ আছে ; যথা, কাল-নির্ণয়দীপিকা, তিথিদীপিকা, পুরশ্চরণ-দীপিকা, গায়ত্রী পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকা, চণ্ডিকার্চনদীপিকা, ত্রিস্থলীসেতু ইত্যাদি। কাশীনাথের পিতামহ শিবরায় ভট্টও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। শিবপূজা নামে একখানি পুঁথির কথা বিকানেরের পুঁথির তালিকায় পাওয়া গিয়াছে— তাহাতে শিবের অঘোরমূর্তির পূজার কথা। কাশীনাথ ছাড়া আরও দক্ষিণ দেশীয় শিবপূজাপদ্ধতির গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। অত্রিগোত্রোৎপন্ন পাণ্ডুরত্নের পুত্র রামচন্দ্র দ্রবিড়দেশমান্য বোধায়ন গৃহ্যসূত্র মতে শিবপূজা বিষয়ে শিবপূজাসূত্রব্যাখ্যান গ্রন্থ রচনা করেন। দিনকর ভট্ট বা দিবাকর শিবদ্যুমণিদীপিকা নামে একখানি গ্রন্থরচনার (এই গ্রন্থখানি দিনকরোদ্দ্যোত নামেও প্রসিদ্ধ) কাজে প্রবৃত্ত হন। তিনি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিতে পারেন নাই। গ্রন্থসমাপ্তি করেন তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ গাগাভট্ট অর্থাৎ বিশ্বেশ্বর ভট্ট। ১৬৭৪ খৃস্টাব্দে ছত্রপতি শিবজীর অভিষেকে গাগাভট্ট ছিলেন পুরোহিত। গাগাভট্টের রচিত বহু গ্রন্থ আজও সমাদৃত। বোধায়ন দক্ষিণদেশে দ্রবিড় ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিশেষভাবে সম্মানিত। বোধায়নমতে আচার্য অনন্ত লিঙ্গ-প্রতিষ্ঠাবিধি রচনা করেন। নারায়ণ ভট্টও একখানি লিঙ্গাদি প্রতিষ্ঠা-বিধি রচনা করেন। তিনি দক্ষিণদেশীয় হইলেও কাশীবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা মহাপণ্ডিত রামেশ্বর ভট্ট দক্ষিণদেশীয় প্রতিষ্ঠানপুরী হইতে আসিয়া কাশীতে বাস করেন। ১৫১৩ খৃস্টাব্দে কাশীতে নারায়ণ ভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। কাশীতে তিনি পণ্ডিতদের মধ্যমণি ছিলেন। বাদশাহ কর্তৃক কাশীর বিশ্বনাথমন্দির চূর্ণ হইলে নাকি ঘোর অনাবৃষ্টি হয়। তাঁহার যজ্ঞফলে বর্ষা হইলে দিল্লীশ্বর বিশ্বেশ্বরমন্দির পুনর্নির্মাণ করিতে তাঁহাকে অনুমতি দেন। কাশীতে দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের প্রভাবপ্রতিপত্তির মূল এই নারায়ণ ভট্ট।

জাতিভেদ পুস্তকে দেখান হইয়াছে যে, বৈদিকাচার-যুক্ত আর্যেরা চারিদিকের আর্যের প্রভাবের মধ্যে পড়িয়া শিবপূজা গণপতিপূজা দেবীপূজা প্রভৃতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এখানে তাই আর সে সব বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়োজন নাই। পুরাণে আছে, দক্ষ প্রজাপতি বৈদিক যজ্ঞে শিবকে বাদ দেন তাই শিবানুচরদের কাছে বেদাচার্য ভৃগু লাঞ্ছিত হন। এই ভৃগুই অবৈদিক বিষ্ণুকে পদাঘাত করিয়া বিষ্ণুকে ভৃগুপদলাঞ্ছিত করেন তাহাতে চিরদিনের জন্য বিষ্ণু-উপাসনার প্রতি বৈদিক উপাসনার বিরোধের লাঞ্ছনটি রহিয়া যায়। ইন্দ্রকে সরাইয়া যে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত হইলেন তাহার ইঙ্গিত বিষ্ণুর "উপেন্দ্র" বা "ইন্দ্রাবরজ" নামের মধ্যেও রহিয়া

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গিয়াছে। অর্থাৎ ইনি ইন্দ্রের পরে সমাগত। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রপূজার উচ্ছেদকাহিনীতেও সেই কথা। জাতিভেদ গ্রন্থে লিঙ্গপূজা কিরূপ ভাবে বৈদিক ঋষিমুনির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও ক্রমে সমাজে স্থান পাইল তাহার আলোচনা করিয়াছি। এখানে সে সব কথা আর পুনরুক্ত হইল না। গণপতি প্রভৃতি দেবতার পূজা যাগযজ্ঞাদির প্রথমে প্রবর্তিত করিয়া চারিদিকের প্রাকৃতজনের মনোরঞ্জন করিয়া যজ্ঞের বিঘ্ন দূর করা হয়। যিনি গণের অর্থাৎ প্রাকৃতজনের পূজ্য, তিনিই বিঘ্ননাশক বিঘ্নরাজ গণপতি।

গণপতির পূজা ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। তবে বাংলাদেশ অপেক্ষা মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে ইহার প্রভাব বেশি। বাংলায় দেবীপূজার প্রভাব বড়। দ্রবিড়দেশে কার্তিক বা সুব্রহ্মণ্যের পূজায় বেশি ধূম। উত্তরপশ্চিম গুজরাট প্রভৃতি স্থানে হনূমানপূজার আড়ম্বর বেশি। বিষ্ণুর কৃষ্ণরূপ বাংলায় ও গুজরাটে বেশি। রামরূপ উত্তরপশ্চিমে ও বিহারে বেশি। এমন অবস্থায় এক দেশ হইতে যদি অন্য দেশে একটি উপনিবেশ যায় তবে হয়তো কালক্রমে তাহাদের ভাষাও বদলায়, তবু উপাস্য দেবতার ও পূজাবিধির বিশেষত্বে তাহাদের পূর্বস্থানের কতক কতক সূচনা মেলে।

অন্যান্য প্রমাণ

সারা বাংলাদেশে বাংলাভাষা বলে, কিন্তু সারা বাংলার ধর্মশাসক রঘুনন্দনের প্রভাব শ্রীহট্টে নাই। সেখানে চলে মিথিলার ধর্মশাসক বাচস্পতি মিশ্রের বিধান। তখনই সন্দেহ হয়, তবে কি শ্রীহট্ট জেলায় মিথিলার পথে বাংলার বাহিরের কোনো জনধারা আসিয়াছিল? ভাষাতত্ত্ববিদেরা এইরূপ সন্দেহ ভাষার জোরেই হয়তো করিয়াছেন;

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহার সঙ্গে এইসব তথ্য যোগ করিলে প্রমাণ আরও সুস্পষ্ট হয়। তারপর শ্রীহট্টে মুসলমানী বা নাগরী বাংলায় বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে যাহার ভাষা বাংলা, অক্ষর নাগরী। মিথিলায় অক্ষর বাংলা, তাহাতে মনে হয় মিথিলার পথে আরও পশ্চিম হইতে কোনো জনধারা শ্রীহট্টে আসিয়াছিল। এই সব ধারা আসিবার কথা Indian Historical Quarterly Vol. VI-এ আলোচিত হইয়াছে ("Grant of Bhasker Varman", Jogendra Chandra Ghosh)। তারপর শ্রীহট্টে বল্লালের কৌলীন্যপ্রথা চলে না। সেখানে লালা প্রভৃতি বংশ আছে। এখানকার দেবতা হাটকেশ্বর গুজরাটে নাগর ব্রাহ্মণদেরও পূজ্য। শ্রীহট্টের ভদ্রলোকদের চেহারা বাকি বাংলাদেশ হইতে বেশি পরিমাণ আর্যজনোচিত সৌন্দর্যসম্পন্ন। ময়মনসিংহেও কতকটা তাই।

পূর্ব-বাংলায় সর্বত্র কৃষ্ণই পূজিত। ময়মনসিংহে শেরপুরে রঘুনাথজীর মন্দিরই মহামান্য। বাঁকুড়া-পঞ্চকোট-মানভূমে কি পশ্চিমের সান্নিধ্যবশতই রামোপাসনা ও হনুমান দেবতার পূজা বাংলার অন্য প্রদেশ হইতে বেশি? এ দেশেই বাংলার ভাল ভাল রামায়ণ-গায়ক পাওয়া যায়। পঞ্চকোটের রাজার রাজধানীই হইল রঘুনাথপুর। অবশ্য বাংলার সর্বত্রই রামের প্রতি ভক্তি বা রামায়ণ পাঠ ও গান চলে। কিন্তু মন্দিরে রামমূর্তির স্থলে কৃষ্ণমূর্তিই প্রায় পূজিত হয়।

গৌড় হইতে সারস্বতেরা যে মহারাষ্ট্র কর্ণাটে গিয়া উপনিবেশ করিলেন তাঁহারা তাঁহাদের খাদ্য মাছমাংস, পূজ্য দেব-দেবী ও দুর্গার উপাসনা ও আরও বহুবিধ আচার আজও ছাড়েন নাই। ভাষাও বদলাইল, যদিও তাহাতে কিছু কিছু গৌড় প্রভাব এখনও লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু আচারে বিচারে পূর্বস্থানের চিহ্ন রহিল বেশি।

১৯০৭ খৃস্টাব্দে পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়প্রদেশে আমি দেখিলাম

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণ, দেবীপুরাণ ও কালিকাপুরাণের অনুসারে দেবী-পূজা। খোঁজ লইয়া জানিলাম বহুপূর্বে বল্লালবংশীয় বাঙালী রাজা বিজয় সেন বাংলাদেশ হইতে মুসলমানের দ্বারা তাড়িত হইয়া ঐসব দেশ অধিকার করিয়া রাজা হইয়াছেন। মাণ্ডী সুকেত প্রভৃতি স্থানের রাজারা সেই বংশীয়। তখন দেখা গেল তাঁহাদের ভাষাতে পূর্ববঙ্গের "পাতিল" প্রভৃতি শব্দও আছে। আচারও কতক কতক এখনও তাহাদের প্রাচীন স্থানের সাক্ষ্য দিতেছে।

বাংলাতে বৈদিকদের একদল পাশ্চাত্ত্য আবার একদল দাক্ষিণাত্য। খোঁজ করিলে ইহাদের মধ্যে এইরূপ কিছু কিছু পুরাতন পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলাদেশের উপনিবেশ পূর্বে ভারতের বহু স্থানে গিয়াছে, সেখানেও এই নিয়মই বলবৎ। ব্রহ্মদেশের পৌনাদের মধ্যে এখনও ভারতীয় ধর্ম, বেশভূষা, ভাষা, আচার প্রভৃতি চলিতেছে। শ্যাম প্রভৃতি দেশেও এইরূপ ভারতীয় উপনিবেশের চিহ্ন দেখা যায়।

তাহাদের কীর্তন, গান, সুর, তাল প্রভৃতিতেও বাংলার পরিচয় মেলে। এগুলির খুব মূল্য আছে। বাংলাদেশের কীর্তনের তালগুলি শুনিয়া অধ্যাপক ভাতখণ্ডে ভীমরাও শাস্ত্রীকে বলিয়াছিলেন, "এগুলি যে সব মালাবারের তাল।"

চিত্রের পদ্ধতিতে, পটেও যোগাযোগ ধরা পড়ে। আলপনার কথাও এখানে অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে। অজন্তা প্রভৃতির এখন যা কিছু পরিচয় তাহা তাহার চিত্র-প্রণালী দিয়া। আর তো কিছু জানা যায় না।

বৈদিককালেও নানা প্রদেশভেদে একই বেদের নানা শাখার প্রাধান্য দেখা যায়। এখনও ভারতের ভিন্ন-ভিন্ন দেশে ভিন্ন-ভিন্ন শাখার ও শাখাধ্যায়ীর প্রাধান্য। গৃহ্য ও ধর্মসূত্রও ভিন্ন-ভিন্ন স্থানে ভিন্ন। তাই হঠাৎ যদি দেখি বাংলায় মেদিনীপুর জেলায় একদল বৌধায়নসূত্র

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনুসারে চলেন তবে বুঝিব তাঁহারা অন্ধ্রদেশ হইতে সমাগত। স্মৃতিতে ও নিবন্ধে তাহা আরও ধরা পড়ে। স্মৃতিনিবন্ধের কথা অন্যত্র ভাল করিয়া আলোচিত হইবে।

দেবমন্দিরের গঠনপ্রণালী, তাহার ভিতরের ভাগ-বিভাগ, পূজার ফুল, উপচার, নৈবেদ্য, ভোগ, আরতি, দেববিগ্রহের রূপ, পূজাপ্রণালী ইত্যাদিও লক্ষ্য করিবার বিষয়। দেশভেদে দেবতার মূর্তির ধ্যানও বিভিন্ন। পূজা ও উপাসনা-বিধির বিশেষত্বের দ্বারাও ভিন্ন ভিন্ন দেশের নানাবিধ ধারা ও সংস্কৃতির যোগ ধরা পড়ে। শুধু শৈব, স্মার্ত, বৈষ্ণব বা শাক্ত বলিলেই চূড়ান্ত কথা হইল না। নানা প্রদেশে নানা কারণে এই সব ভাগের মধ্যেও বিচিত্রতার অন্ত নাই।

প্রাচীনকালে সর্বত্রই তাম্রশাসন ও দানপত্র এক ভাবেই লিখিত হইবার কথা। তবুও প্রদেশগত ও বংশগত কিছু কিছু বিশেষত্ব না থাকিয়া যায় না। তাই এক দেশে যখন রাজাদের দানপত্র অন্য দেশের বা অন্য বংশের দানপত্রের সঙ্গে মেলে তখন সেই রাজবংশের পূর্ব-ইতিহাস কতক পরিমাণে আমাদের কাছে সূচিত না হইয়া যায় না। রাজপুতানায় গৌড়রাজাদের দানপত্র, উড়িষ্যায় দ্রবিড়রাজাদের দানপত্র, বাংলা-দেশে সেনরাজাদের দানপত্রে সন্ধান করিলে হয়তো এই কথার সমর্থন মিলিবে।

বেশভূষাতেও কতক পরিচয় রহিয়া যায়, যদিও বেশভূষা অনেক সময়ই বদলাইয়া যায়। মাথায় সিন্দুর, হাতে শঙ্খ ও লৌহবলয় ধারণে সধবার চিহ্ন প্রভৃতিতে বড় বড় পরিচয়। বাংলাদেশে ও দ্রবিড়দেশে বিধবারা মুণ্ডিত হন, উত্তর-ভারতে তাহা আবশ্যক নহে। এখানে বাংলাদেশে পুরাতন দ্রবিড়-যোগের একটু সূত্র মেলে।

চেহারা, মস্তকাদির গঠন, বর্ণ প্রভৃতির দ্বারাও একটা মস্ত পরিচয় হয়।

২

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তারপর এখন মাথার নাকের মাপ, চক্ষু ইত্যাদির গঠনও বিচার্য। কিন্তু শুধু এই বাহ্যরূপের মধ্যে বদ্ধ থাকিলে ভুল হইতে পারে।

কুমারী, সধবা ও বিধবাদের কেশ-বেশ-লক্ষণ, তাঁহাদের খোঁপা বেণী প্রভৃতি প্রসাধন, পুরুষের মস্তক-মুণ্ডন, শিখা বেশভূষা উষ্ণীষ প্রভৃতির দ্বারাও অনেক কথা সূচিত হয়। ছেলেবেলায় দেখিয়াছি বাংলায় বৃদ্ধেরাও দ্রবিড় পণ্ডিতদের মত আধা মাথা মুণ্ডিত করিয়া বাকি আধা শিখা রাখিতেন। আসামে উড়িষ্যায় এখনও তাহা মাঝে মাঝে দেখা যায়। এখন বিলাতি ধরনের চুল ছাঁটায় সেই সব বিশেষত্ব লুপ্ত হইয়া চলিয়াছে। উত্তর-ভারতে সর্বত্র জুতার প্রচলন, বাংলায় ও মাদ্রাজ অঞ্চলে জুতার প্রচার কম ছিল বা ছিলই না।

আল্‌পনার ব্যবহার দক্ষিণে খুব আছে, বাংলাতেও আছে। সেগুলির তুলনামূলক আলোচনা ভাল করিয়া হওয়া দরকার।

বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যে সব উৎসবাদি হয়, এবং সেই সব উৎসবের কৃত্য প্রভৃতিও দেখিবার বিষয়। বাংলাতে যেমন আশ্বিনে ও চৈত্রে দেবীপূজা মালাবারেও সেইরূপ মীন-ভরণীতে দেবীপূজা। এগুলিও দ্রষ্টব্য। উৎসবের সময় উৎসবের কৃত্য, উৎসবের পদ্ধতি প্রভৃতি বিচার্য।

দক্ষিণে কার্তিককে লইয়া খুব উৎসব, বাংলাতেও কার্তিকপূজা আছে। উত্তর-ভারতে কার্তিকের উৎসব বড় দেখি নাই। শ্যাম-কার্তিকের লড়াই কাশীতে দ্রবিড়দের একটা মহোৎসব ছিল।

এক এক দেশে পুরাণগুলির ও রামায়ণ-কথার এক-এক বিশেষ রূপ। মহাভারতের কথাও নানা দেশে নানা রকম। সেগুলি সব মিলাইয়া দেখা দরকার। পুনা ভাণ্ডারকর প্রতিষ্ঠানে সংস্কৃত মহাভারতের সব পাঠ মিলাইবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু লোকমুখে আজও প্রাকৃত সব পাঠের মূল্য প্রাচীন যোগাযোগ নির্ণয়ে আরও বেশি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অক্ষর তো একটা পরিচয় আছেই, তাহা ছাড়া তালপত্রে অথবা অন্য পত্রে, কি কালিতে, কোন্ কলমে লেখা হয় তাহার বিচারও কম কথা নয়।

আচার, চাটনি, মশলা, আমচুর, আমসত্ত প্রভৃতি দিবার পদ্ধতি, বড়ি, পাঁপড় প্রভৃতির বিষয়ে রীতি ও আচারও কম কথা নহে। পিঠা, পায়স, মিষ্টান্ন প্রভৃতির মিল ও অমিল তুচ্ছ কথা নহে।

ভূতপ্রেতে বিশ্বাস, তাহাদের সম্বন্ধে মন্ত্রতন্ত্র, ওঝা ও প্রতিকারের ব্যবস্থাগুলির মূল্যও কম নয়। গর্ভাবস্থায় মেয়েদের চলাফেরা, তখন চুল খোলা বা বেণী রাখা প্রভৃতিও আলোচ্য। শুচি ও অশুচি অবস্থার বেশভূষাও দেখিবার মত। রক্ষা-কবচ, মাদুলী প্রভৃতি, সন্তান হইবার জন্য আচার ও মানত আদিও তুলনার যোগ্য। শয়নকালে কোন্ দিকে মাথা দিয়া শুইতে হয় তাহাও দেশভেদে ভিন্ন রকম।

পারস্পরিক প্রভাব

বিবাহে বাংলাদেশে এতকাল পুরুষেরাই বরযাত্রী যাইতেন, মেয়েরা যাইতেন না। উত্তর-ভারতে প্রায় সর্বত্র এই রীতি। গুজরাট হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে মেয়েরাও বরযাত্রী যান। এখন বাংলাদেশে শহরে মেয়েরাও বরযাত্রায় যাইতে শুরু করিয়াছেন—এগুলিও আলোচনা করিবার মত।

আবার কাছাকাছি বাস করিলেও কতক রীতিনীতি আসিয়া পড়ে। দক্ষিণীদের কাছে উত্তর-ভারতীয়েরা বাস করায় বা উত্তর-ভারতীয়দের কাছে দক্ষিণীরা বাস করায় অনেক রীতিনীতি অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে দক্ষিণদেশীয়েরা একটু বেশি রক্ষণশীল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাংলার পূর্বদিকে খাসিয়া নাগা কুকী প্রভৃতি জাতির মধ্যে বিবাহাদি কর্মে ডিম ভাঙিয়া মাঙ্গল্য-অনুষ্ঠান করার রীতি আছে। ত্রিপুরা জেলার ভদ্রলোকের মধ্যেও বিবাহাদিতে ডিম ভাঙিয়া মঙ্গলাচরণ করা দেখিয়াছি। এমন করিয়া অনেক আদিম জাতির Totem অর্থাৎ কুল-কেতু এবং Mana অর্থাৎ যোগাযোগ-বিচার প্রতিবেশী অন্য জাতিতে সংক্রমিত হয়। ইহার দ্বারাও অনেক স্থলে অনেক তথ্যনির্ণয়ের সুবিধা হয়।

প্রাকৃতজনের মধ্যে বুড়া দিদিমা ও দাদামশায়দের কাছে শ্রুত গল্প ও উপকথার মূল্য কম নহে। সন্ধ্যার সময় শিশুদের বিনোদন কি ভাবে হয়, ছেলেপিলেদের খেলাধূলা, মেয়েদের খেলা ও ব্রত ও ব্রতকথা, ব্রতের আচার-বিচার দেখিবার মত বিষয়। মাঝে মাঝে গ্রামের লোকেরা যে বনভোজন প্রভৃতিতে যান তাহারও দেশ-ভেদে নানারকম বৈচিত্র্য আছে।

খাওয়া জিনিসটার মধ্যেও খাদ্য ও রন্ধনপ্রণালীর ও উনান প্রভৃতি ও হাঁড়ি-কুঁড়ি তৈয়ারীর বৈচিত্র্য, কোন্ ধাতুর বাসন ব্যবহার্য সেগুলি লক্ষ্য করিবার বিষয়। কাঁসার ভোজনপাত্র বাংলায় চলে, দক্ষিণে চলে না। কর্ণাটে একটি গ্রামে কাংস্য পাত্র দেখিয়া গ্রামবাসীদের পূর্ব-নিবাস বাংলা-দেশ বলিয়া ধরা গিয়াছিল। কোথাও কলাপাতায় খায়, যথা দক্ষিণ ও বাংলাদেশ, আসামে খায় কলার বাকল খুলিয়া। শ্রীহট্টে, ময়মনসিংহেও তাহা করে। উত্তর-ভারতে খায় শালপাতায়, গুজরাট রাজপুতানায় পলাশপাতায়, উড়িষ্যায় তদুপরি পদ্মপাতায়।

তারপর উত্তর-হিন্দুস্থানে খাদ্যে তেলের ব্যবহার কম, ঘৃতেরই চলন। দক্ষিণে কোথাও তিল তৈল, কোথাও নারিকেল তেল, বর্তমানে চীনা-বাদামের তেলও দেখা দিয়াছে। বাংলাদেশে পাট আসিবার পূর্বে তিল

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তেলেরই চলন বেশি ছিল, পাট আসিবার পর তিলের সঙ্গে পাটের সময়গত বিরোধ হওয়ায় সরিষার তেলই ক্রমে সর্বেসর্বা হইয়া উঠিয়াছে। দক্ষিণ-ভারতে হরদত্ত নামে আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রের সুপণ্ডিত টীকাকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার টীকার নাম "অনাকুলা"। দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছির লোক তিনি। তাঁহার ইতিহাস বেশি জানা নাই। তবে তাঁহার গ্রন্থে কিছু দ্রবিড় শব্দ পাওয়া যায়। তেলেগু শব্দ ও চোল আচারের বর্ণনা দেখিয়া তাঁহার ইতিহাস কতকটা বুঝা যায়। তারপর তিনি হিং খাওয়ার কথা বলিয়াছেন (হরদত্ত, গৌতম ১৭, ৩৩)। এই হিং দিয়াও তাঁহার কতক পরিচয় জানা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়াছেন "শিষ্টা অপি ভক্ষয়ন্তি", কিন্তু হিং খাওয়া উত্তর-ভারতে শিষ্টাচার ছিল না।

দা, কোদাল, কুড়াল, কুমারের চাকা, হালের রীতি, উদুখল, মূষল, শিল-নোড়া, ঘানি, ঢেঁকি, ডালা, কুলা, মাছ ধরিবার চাঁই পলো জাল, সাঁড়াশী, পাটি-মাদুর, শিকা, প্রদীপ, পিলসুজ, শস্য রাখিবার আধার প্রভৃতি দ্রব্যের বিশেষত্বও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

শহরে বাড়ি করিবার কোনো বিশেষ বিধি নাই। কিন্তু পূর্বে গ্রামে বাড়ি করিবার সব বিশেষ বিধি ছিল। কোন্ দিকে কোন্ মুখের ঘর হইবে, ঘরগুলির গঠন কি প্রকারের, তাহার ভিতরের ভাগ-বিভাগ প্রভৃতিরও নিয়ম ছিল। তাহা ছাড়া বাড়ির চতুর্দিকে বাগান, চতুঃসীমার মধ্যে পুষ্করিণী ইত্যাদি লক্ষণের দ্বারা পূর্ববাংলায় ভদ্রলোকের বাড়ি চেনা যাইত। মালাবারে কোচিনে এইরূপ পদ্ধতি। যাত্রায় দিক্ বিশেষে কাল-দিন-বারগত বিচার, পথে দৃষ্ট মানুষ জীব বা বস্তুর দ্বারা সূচিত যেই সব শুভাশুভ লক্ষণে, বিবাহে জন্মে নানা অনুষ্ঠানে লগ্ন ও শুভাশুভ বিচারের দ্বারাও ইতিবৃত্ত অনেকটা বুঝা যায়। কুসংস্কার জিনিসটা সমাজসংস্কারকদের যতই চক্ষুশূল হউক সমাজতত্ত্ববিদ্‌গণের যে তাহা পরম

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সহায় তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এক-এক দেশে কোনো কোনো বৃক্ষ, পশু প্রভৃতি পবিত্র ও পূজ্য, কোনো কোনো বৃক্ষ পশু অপবিত্র ও ত্যাজ্য। খাদ্য-অখাদ্যবিচারেও অনেকটা তত্ত্ব বুঝা যায়।

বিবাহকালে, জন্মকালে, মৃত্যুকালে যে সব বিশেষ বিশেষ আচার আছে তাহা সহজে বদলায় না। দ্রবিড়দেশে বিবাহের প্রধান আচার হইল বর-কন্যার গলায় তালি নামে একটি সূত্র পরাইয়া দেওয়া। পূর্ববঙ্গে অধিবাসের দিনে সূত্রে গাঁথা একটি মাদুলি বরের গৃহ হইতে কন্যার গৃহে আসে। তাহা গলায় না দিয়া বিবাহ হইলে তাহা অসিদ্ধ হয়। এই সব কথা উপেক্ষা করিবার মত জিনিস নহে। অনেক পুরাতন ইতিহাস হয়তো ইহাতে চাপা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া তৈল, হরিদ্রা, পান, সুপারী প্রভৃতির মাঙ্গলিক সূচনাও আলোচ্য।

মহারাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে সুপারীকে গণপতির মূর্তি বলিয়া পূজা চলে। গুজরাটে পরম বৈষ্ণবদেরও দেখিয়াছি কুলদেবতা কোনো দেবী। সেই কুলদেবীর পূজা না হইলে উপনয়ন বিবাহ প্রভৃতি কিছুই সিদ্ধ হয় না। সেই সব কুলদেবী গ্রাম বা শহরের বাহিরে কোনো প্রচ্ছন্ন স্থানে রক্ষিত। গুজরাটের খেড়াবাড় ব্রাহ্মণেরা অনেক সময় মাদ্রাজপ্রদেশবাসী। কিন্তু বিবাহাদিকালে কুলদেবীর পূজার জন্য তাঁহারা দেশে আসিতে বাধ্য হন। এই সব কুলদেবতার দ্বারাও অনেক পূর্ব-ইতিহাস ধরা পড়ে।

তারপর দীক্ষার বিধি, দীক্ষার মন্ত্র, পূজার্চনা-প্রণালী, পূজার উপচার, পূজার যন্ত্র, দীক্ষার বেদি ও স্থণ্ডিল প্রভৃতির দ্বারা অনেক পরিচয় খোলসা হয়। গুরুর বংশ, তীর্থস্থান, তীর্থগুরু প্রভৃতির বিশেষত্বের দ্বারাও অনেকটা ধরা পড়ে। কোন্ পুরাণ বা বিধানমতে তাঁহাদের পূজার্চনা তাহাও সামান্য কথা নহে।

জন্মমৃত্যুবিবাহাদিতে কোন্ স্মৃতিনিবন্ধের কোথায় প্রাধান্য তাহা যে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একটা বড় পরিচয় তাহা পূর্বেও বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়া সামাজিক সংহতি অর্থাৎ পঞ্চায়েত প্রভৃতি, সামাজিক দণ্ড ও প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির বিধি-বিধানের বিশেষত্বের দ্বারাও অনেক খবর পাওয়া যায়।

পরিবার ও সমাজ-গঠনের মধ্যে কোথাও মাতৃতন্ত্রতার কোথাও বা পিতৃতন্ত্রতার প্রাধান্য। দক্ষিণে সমাজ ও পরিবারের মাতৃতন্ত্রতাই প্রবল, উত্তরে পিতৃতন্ত্রতা। পরিবারের মধ্যেও কোথাও কোথাও দেবরের সঙ্গে বৌদিদির সম্পর্ক হাস্যপরিহাসের, কোথাও মামীর সঙ্গে ভাগিনার সম্পর্ক ঠাট্টার। বাংলাদেশে পিতামহ মাতামহ ও ঠাকুরমা দিদিমার সঙ্গে নাতিনাতনীর কৌতুকালাপ চলে, ভাসুর মামাশ্বশুরদের সঙ্গে আলাপ চলে না। এই সব সম্বন্ধের বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করিবার বস্তু।

মাস তিথি বর্ষ বৎসর সংক্রান্তি প্রভৃতি জ্যোতিষগত গণনাও প্রদেশ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। ঠিকুজী কোষ্ঠী রচনায় বাংলাতে অষ্টোত্তরী মত চলে, অন্যত্র চলে বিংশোত্তরী মত, এইগুলির সূচনাও কম কথা নহে। কালকাষ্ঠা, ব্রত-উপবাসাদির সময়নির্ণয়গত বৈচিত্র্য অনেক ক্ষেত্রে নূতন আলোকপাত করে।

এই সব লক্ষণের দ্বারা বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, অনেক সময় এক-একটি প্রদেশের মধ্যে অন্য কোনো প্রদেশ হইতে আগত কোনো কোনো লোকশাখা বর্তমান। কখনো কখনো দেখা যায়, এক দেশে যে শাখা যে জাতি ছিল অন্য দেশে গিয়া তাহারা অন্য জাতি বনিয়া গিয়াছে। কখনও বা উচ্চতর পদবী লাভ করিয়াছে, কখনও বা নীচে নামিয়া গিয়াছে। উচ্চ নীচ যে স্থানই কেহ অধিকার করুন না কেন তাহাতে কিছু আমাদের আসে যায় না। আমরা চাই যাহাতে ভালো করিয়া আলোচনার দ্বারা ধরা পড়ে কি করিয়া এক-একটি মত বা সংস্কৃতির ধারা কালে-কালে স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে সংস্কৃতির ইতিহাসের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অনেক গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইতে পারে। এই সব আচার বড় বড় পণ্ডিতদের মতামতে ততটা ধরা পড়ে না যত ধরা পড়ে প্রাকৃতজনের সংস্কার দেখিলে। তাই আচারের কথা বলিতে গিয়া আপস্তম্ব বলেন "যৎ স্ত্রিয় আহুস্তৎকুর্বন্তি" (আপ, ধর্মসূত্র, ২, ৬, ১৫, ৯), অর্থাৎ, নারীদের কথানুসারেই আচরণ। আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রও বলেন, "আবৃতশ্চা স্ত্রীভ্যঃ প্রতীয়েরন্" (২, ১৫), অর্থাৎ মন্ত্র ছাড়া সব ক্রিয়াকর্ম নারীদের কাছে বুঝিয়া লইবে।

দেশ-দেশান্তরে

দেবদত্ত ভাণ্ডারকর মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণেরা শ্রীহট্ট জেলা হইতে গিয়াছেন তাহার প্রমাণ তাম্রশাসনাদিতে মিলে। তাহা ছাড়া নাগর ব্রাহ্মণদের উপাধির মধ্যেও ঘোষ মিত্র প্রভৃতি বাংলার কায়স্থদের সব পদবী। শ্রীহট্টের শিব হাটকেশ্বর, নাগরদেরও উপাস্য হাটকেশ্বর। এই সব মিলের দ্বারা অনেক কিছুই সূচিত হয়। গৌড় হইতে সারস্বত ব্রাহ্মণেরা মহারাষ্ট্র কর্ণাট প্রভৃতি দেশে গিয়া বাস করিয়াছেন। তাঁহারা নিজেদের গৌড়-সারস্বত বলিয়াই পরিচয় দেন, মাছ খান, দুর্গা প্রভৃতি দেবীর পূজা করেন। ভাষাতেও গৌড়ীয় চিহ্ন কিছু কিছু আছে।

গৌড়সারস্বতদের কথা সর্বজনবিদিত বলিয়াই তাহা ইতিপূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও নানা কারণে যে প্রাচীনকালেও ভারতের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গিয়া লোকে উপনিবেশ করিত তাহার প্রমাণ আছে। হিমালয়ে গঢ়ওয়াল প্রদেশ। সম্প্রতি হিন্দী ভাষায় গঢ়ওয়ালের যে ইতিহাস লেখা হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, বাংলাদেশ হইতেও ৯৪৫ সংবৎ হইতে আরম্ভ করিয়া বহু ব্রাহ্মণ প্রাচীনকালে বহু

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শতাব্দী পূর্বে সেখানে গিয়া বসবাস করিয়াছেন। খোঁজ করিলে দেখা যাইবে এখনও তাঁহাদের মধ্যে কিছু কিছু বাংলাদেশের আচার বিচার ও সংস্কার রহিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মদেশে পোনারা বাংলাদেশ হইতে গিয়াছেন। তাঁহারা বৈষ্ণব, বাঙালী গুরুদের কাছে দীক্ষা নেন, বৃন্দাবন প্রভৃতি তাঁহাদের তীর্থ, বাংলা বৈষ্ণব-গ্রন্থ পড়েন ও বহু বাঙালী আচার পালন করেন। পশ্চিম-হিমালয়ে সুকেত মাণ্ডী প্রভৃতি রাজ্যে রাজারা পরিচয় দেন তাঁহারা বাংলার বল্লালের বংশ। তাঁহাদের আচার-রীতিনীতিতেও এখনও বাংলাদেশের বহু প্রভাব বিদ্যমান। মহারাষ্ট্রদেশে কারওয়ার জেলায় সশীতল গ্রামে এক দত্তবংশ বাস করেন, তাঁহাদের উপাধি "দত্ত সশীতলকর"। ইঁহাদের পূর্বপুরুষ একজন দত্ত-উপাধিধারী বাঙালী ভদ্রলোক নাকি তিন চারি পুরুষ পূর্বে বাংলাদেশ ছাড়িয়া সেখানে গিয়া বসবাস করেন। তাঁহারা এখন সারস্বত ব্রাহ্মণদের অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের ভাষা ও আচারে এখনও বাংলাদেশের বহু চিহ্ন বিদ্যমান।

এই সব ক্ষেত্রে তো ভারতের এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমনের ইতিহাসটুকু লুপ্ত হয় নাই। কিন্তু এখনও বহু স্থল আছে যেখানে প্রদেশান্তর হইতে আগমনের কিছু কিছু প্রমাণের আভাস পাওয়া যায় অথচ তাহার পুরাপুরি কোনো ইতিহাস নাই। সেখানে কি উপায়ে সব পুরাতন তথ্য বাহির করা যায়? সেই বিষয়ই একটু বিচার করিয়া দেখা যাক।

বৈদিক কালেও নানা বেদ ও নানা শাখা আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণাদি জাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেন। তখনকার দিনে হঠাৎ যদি দেখা যাইত এক দেশে কোনো একটি অপ্রত্যাশিত পরিবৃতির মধ্যে একটি দূরদেশপ্রচলিত বেদ-শাখার লোক বসবাস

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করিতে আসিল, তখন একটু বিচারের অবসর উপস্থিত হইত। এখন বৈদিক আচার তেমন প্রচলিত না থাকায়, মাত্র বৈদিক শাখার দ্বারা কিছু বুঝা যায় না, তবে স্মৃতি বা নিবন্ধের আশ্রয়ের দ্বারা কতকটা বুঝা যায় বটে, কারণ এখন তো আর প্রাচীন গৃহ্যসূত্র বা শ্রৌতসূত্র দ্বারা পারিবারিক ও সামাজিক জীবন শাসিত নহে। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে দেখা যায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও ব্রাহ্মণের উপদেষ্টা হইতে পারেন। মাতার গোত্র এবং নিজের গোত্র ভিন্ন। অতিথিসেবার জন্য নিজে অভুক্ত থাকিলে ক্ষতি নাই। দাসদের বঞ্চিত করিয়া অতিথিকে অন্ন দিবে না। এই সব কথা এখন কি কেহ শুনিবেন? তার পর অসবর্ণ বিবাহাদি তো ধরিলামই না।

পরে স্মৃতির যুগে স্মৃতিই হইল পথপ্রদর্শক। তাহারও পরে স্মৃতির টীকাকারগণ ও নানা স্মৃতির সংগ্রহ করিয়া নিবন্ধকারগণ সামাজিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিলেন। এক-এক প্রদেশে এক-এক স্মৃতি ও নিবন্ধের সমাদর। যদি একটি দেশের মধ্যে চারিদিকে এক স্মৃতি ও নিবন্ধের আচারের মধ্যে এমন একটি দল থাকেন যাঁহাদের স্মৃতি ও নিবন্ধ একেবারে ভিন্ন তবে একটু ভাবিবার বিষয় না হইয়া যায় না।

বাংলাদেশে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের শাসন চলে। এখানে মিতাক্ষরার আদর নাই। জীমূতবাহনের দায়ভাগই এখানে সমাদৃত। আসাম ও নেপালের পূর্বভাগে দায়ভাগের আদর আছে। তাহা ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণ তর্কালংকারকৃত দায়ক্রমসংগ্রহ বাংলাদেশে কোথাও কোথাও চলিত আছে। বাচস্পতি মিশ্রের মত মিথিলায় প্রামাণ্য। পূর্বেই বলা হইয়াছে শ্রীহট্টে রঘুনন্দনের প্রভাব নাই, সেখানে চলে বাচস্পতি মিশ্র। এই সঙ্গে ইহাও বলা দরকার যে শ্রীহট্ট হইতে মেঘনা নদী দিয়া উত্তর-ময়মনসিংহ ও নোয়াখালি জেলা পর্যন্ত এই বাচস্পতি-প্রভাব গিয়াছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

সেখানে রঘুনন্দনের প্রভাব নাই। মিথিলাদি দেশের মতই এই শ্রীহট্ট উত্তর-ময়মনসিংহ নোয়াখালি প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণেরা খুব প্রাচীন প্রথার ভক্ত। বাংলায় অন্যত্র ব্রাহ্মণেরা এতটা প্রাচীনপন্থী নহেন। এই সব প্রদেশেই ব্রাহ্মণেতর বহু হিন্দুজাতি প্রাচীনকালে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া বেশি করিয়া ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। এই সব কথাও কার্যকারণরূপে মনে আসিতে থাকে।

যাঁহারা জানেন না তাঁহারা হয়তো মনে করিতে পারেন স্মৃতিকার ও নিবন্ধকারগণ বুঝি নিজেদের সব মনগড়া শাসন সমাজের উপর চাপাইয়া গিয়াছেন। আসলে কিন্তু তাহা নয়! সমাজে পূর্বাপর যে সব বিধি সাধারণতঃ প্রচলিত ছিল তাহাকেই নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের দোষত্রুটি পরিহার করিয়া সেই সব স্থানের সর্বজনমান্য হইবার মত একটি শুদ্ধ সংস্কৃত সাধারণ সামাজিক বিধি তাঁহারা প্রবর্তন করেন। এই কারণেই তাঁহারা দেশবাসী সকলের দ্বারা এমন আন্তরিকতার সহিত স্বীকৃত হইয়াছেন।

দেশাচার ও শিষ্টাচারের সঙ্গে শাস্ত্রকারগণের যে সম্বন্ধ কিরূপ সে সম্বন্ধে একটি চমৎকার বিবরণী দেওয়া যাইতেছে।

মদনপারিজাত নামে নিবন্ধ গ্রন্থখানি চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত হয়। নিবন্ধকার বিশ্বেশ্বর ছিলেন পেদিভট্টের পুত্র, কৌশিকগোত্র এবং ব্যাসারণ্য মুনিশিষ্য। দিল্লীর উত্তরে যমুনাকূলে কাষ্ঠাপুরীতে টাকাবংশীয় রাজা মদনপালের আশ্রয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়। তিনি অতি সাবধানে বোধ হয় গ্রন্থ রচনা করেন। মিতাক্ষরা প্রভৃতি সযত্নে অনুসরণ করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হওয়ায় দক্ষিণী-আচার কিন্তু ধরা পড়ে না। এই কারণেই উত্তর-ভারতে সর্বত্র এই গ্রন্থের আদর আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

কাশীতে বহু দক্ষিণ দেশীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। Indian Antiquaryতে (1912, p. 7-13) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কাশীতে দক্ষিণের ব্রাহ্মণদের বিষয়ে সুন্দর বিবরণী দিয়াছেন। শিবপূজা বিষয়ে লিঙ্গাদি প্রতিষ্ঠাবিধির রচয়িতা নারায়ণ ভট্টের পিতা রামেশ্বর ভট্টের বংশ যে দক্ষিণদেশ হইতে কাশীতে আসিয়া বাস করেন শিবপূজাগ্রন্থপ্রসঙ্গে সেকথা বলা হইয়াছে। নারায়ণের পুত্র দ্বৈত-নির্ণয়কার শঙ্করভট্ট (১৫৪০-১৬০০)। তাঁহার পুত্রই ময়ূখকার বিখ্যাত নীলকণ্ঠ (১৬১০-১৬৪৫)। দামোদরের পুত্র গৌরীশভট্ট জন্মগ্রহণ করেন মহারাষ্ট্রদেশে। কাশীতে অধ্যয়ন করিয়া তিনি ১৬০৯ খৃস্টাব্দে আকবরের সভায় সম্মান লাভ করেন। অনন্তের পুত্র রাম দৈবজ্ঞ ১৬০০-১৬০১ খৃস্টাব্দে কাশীতে নীলকণ্ঠের মুহূর্তচিন্তামণি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পূর্বনিবাস বিদর্ভে। মহারাষ্ট্র চিৎপাবন ব্রাহ্মণ গোপালের পুত্র বিশ্বনাথ ১৭৩৬ খৃস্টাব্দে কাশীতে বসিয়া ব্রতপ্রকাশ গ্রন্থ রচনা করেন। রত্নমালা রচয়িতা কৃষ্ণভট্ট আড়েও কাশীবাসী ছিলেন। কাশীতে বাস সত্ত্বেও ইহাদের গ্রন্থে দক্ষিণী-প্রভাব না থাকিয়া যায় নাই।

ভট্ট গোবিন্দরাজের পূর্বপুরুষ যে দক্ষিণদেশের তাহাতে সন্দেহ নাই। যদিও তিনি স্বরচিত মনুস্মৃতিটীকায় অন্ধ্রদেশকে ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া খুব নিন্দা করিয়াছেন (২, ২৩)। তাঁহার পিতার নাম মাধবভট্ট, পিতামহ নারায়ণ। তাঁহার রচিত স্মৃতিমঞ্জরীতে তিনি জানাইয়াছেন যে তিনি, "স্বর্বাহিনীপুলিনলাঞ্ছনলব্ধকীর্তিঃ" অর্থাৎ গঙ্গাতীরবাসী। তবু যেই তিনি মাতুলকন্যা-বিবাহ বিষয়ে লিখিলেন তখনই ধরা পড়িল তাঁহার পূর্বনিবাস। অন্ধ্রদেশকে নিন্দা করিলে কি হইবে, অন্ধ্রবিরোধী দ্রবিড়দেশেরই অন্য কোনো অংশে তাঁহার নিবাস ছিল ইহা বেশ বুঝা যায়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যেই-যেই প্রদেশের চলিত বিধি লইয়া যিনি শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন সেই-সেই প্রদেশে তিনি মান্য। দক্ষিণের শাস্ত্রকারগণ মাতুলকন্যা পিসীর কন্যা বিবাহের সম্মতি দিয়াছেন, উত্তরের শাস্ত্রকারগণ তাহা দক্ষিণদেশীয় আচার বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। পঞ্চনদের হিমালয়-প্রদেশে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিতে পারেন, এই সব দেশে তাহা অচল।

বেদ স্মৃতি পুরাণ লইয়া ধর্মনিবন্ধশাস্ত্র রচিত হইলেও নিবন্ধ-শাস্ত্রকারগণ আপন আপন সংস্কৃত বিধান প্রবর্তনের দ্বারা লোকাচার কুলাচার প্রভৃতিকেও মান্য বলিয়াছেন। কারণ এই সব উপেক্ষা করিলে কেহ তাহা মানিত না। এই জন্য এক দেশের লোক প্রদেশান্তরে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বিশেষ নিবন্ধ লোকাচার প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাই মানবধারার সামাজিক ও সংস্কৃতিগত গতাগতি নির্ণয় করিতে গেলে এই সব বিষয়ের তুলনাত্মক দৃষ্টি বিলক্ষণ দরকার।

শ্রীযুক্ত পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহোদয় যে সুবৃহৎ History of the Dharmasastra লিখিয়াছেন তাহা একখানি অপূর্ব গ্রন্থ। কি বহুল শ্রম ও বিচার সহকারে তিনি এই গ্রন্থখানা সম্পাদন করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতের নানা প্রদেশে প্রচলিত স্মৃতি নিবন্ধ প্রভৃতির যথাসম্ভব প্রচুর সংবাদ তিনি দিয়াছেন। ইহাতে নানা প্রদেশগত নিবন্ধাদির তুলনা বা এক দেশ হইতে অন্য দেশে কি ভাবে লোকের সঙ্গে নিবন্ধাদি বিধান অন্যত্র গিয়াছে তাহা আলোচিত না হইলেও এই ক্ষেত্রে যিনিই কাজ করিবেন তিনিই বিস্তর সাহায্য পাইবেন। আমি তো এই বিষয়ে পদে পদে তাঁহার গ্রন্থ হইতে আশাতীত সহায়তা লাভ করিয়াছি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একটা কথা এখানে বলা দরকার। এক দেশের নিবন্ধ অন্য দেশে না চলিলেও কোনো কোনো দেশের নিবন্ধকার প্রদেশান্তরের পূর্ববর্তী নিবন্ধকারদের বিধান ও শাস্ত্র সংগ্রহের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা হইল পণ্ডিতদের কাছে পণ্ডিতদের ঋণ। কি মিতাক্ষরা কি রঘুনন্দন কি নির্ণয়সিন্ধু কি বাচস্পতি মিশ্র সকলেই ভারতের নানা নিবন্ধের ঋণ স্বীকার করিয়াছেন। কাণে মহাশয়ের গ্রন্থ দেখিলেই তাহা বুঝা যাইবে। কিন্তু সাধারণ লোক আপন আপন প্রদেশের নিজস্ব নিবন্ধানুসারেই চলিবেন, তাঁহাদের মান্য নিবন্ধে ধৃত প্রদেশান্তরের শাস্ত্র তাঁহারা মানিবেন না। পণ্ডিতদের বিচারে এইরূপ কোনো বাঁধাবাঁধি নাই, কিন্তু লোকের মধ্যে এইরূপ উদারতা আশা করা যায় না।

বিশেষ বিশেষ নিবন্ধ ও লোকাচারের দ্বারা যেমন একটি একটি সংস্কৃতির ধারার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহাদের ধর্ম ও পূজা উপাসনাদির বিশেষত্ব দ্বারা। ভাষাতত্ত্ববিদেরা কেবল ভাষার মিল বা যোগ লইয়া যাহা বাহির করিতে চাহেন তাহা এই সব উপায়ের দ্বারা যাচাই করিয়া দেখিলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হয়। গুজরাট ও বাংলা প্রভৃতি দেশে ভাষার কিছু মিল আছে। আবার ধর্মগত মিলও কতক আছে। ভাষাবিদেরা বলেন বৈদিক ভাষাভাষীরা মধ্যদেশে আসিয়া পড়ায় একটি পূর্বতন সংস্কৃতিই পূর্ব-পশ্চিম দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল।

শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত বলিলেও যথেষ্ট বলা হয় না। প্রদেশভেদে শৈব মতই কত প্রকারের। বৈষ্ণব ও শাক্ত মতেরও বৈচিত্র্যের অন্ত নাই। তন্ত্রে উত্তর-দেশের চীনাচার আছে, দক্ষিণের দক্ষিণাচার আছে। এক প্রদেশে শৈব-বৈষ্ণবে দারুণ বিরোধ অথচ অন্য অনেক প্রদেশে তাহাদের সম্মিলিত রূপ দেখা যায় সামাজিক জীবনে। বাংলাতে

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বৈষ্ণবের বাড়ি শক্তিপূজা হয়, শাক্তের বাড়িতে শালগ্রাম থাকে। বৈষ্ণবও শৈবপূজায় যোগ দেন। স্বয়ং মহাপ্রভু জলেশ্বর প্রভৃতি তীর্থে শিবের যথাযোগ্য পূজা করিতে বিরত হন নাই। গুজরাটে বৈষ্ণব পরিবারেও দেখিয়াছি কুলদেবী আছেন। কুলদেবীর পূজা না হইলে তাঁহাদের কোনো গৃহ অনুষ্ঠান অগ্রসর হয় না। এই সব কুলদেবী প্রায়ই কূপের ভিতরে কূপ-গাত্রে প্রতিষ্ঠিত। হয়তো ধর্মান্তরের বিরোধ ভয়ে এইরূপ করা হইয়াছে।

এতক্ষণে হয়তো এই কথাটা বুঝানো গিয়াছে যে, ভারতের যথার্থ পরিচয়ের জন্য শুধু প্রদেশে-প্রদেশে ভাষার বিচার বা মাথা ও নাসিকার মাপ লইলে চলিবে না। ধর্ম ও সম্প্রদায়ের বিবরণ, ইতিহাস বা তাহাদের মধ্যে নানা বিশেষত্ব এবং নানা সম্প্রদায় ও মতের যোগাযোগ ও প্রভাব প্রতিপত্তি প্রসার ও সংকোচের জীবন্ত ইতিহাস জানা দরকার। এখন সর্বত্র যাতায়াত সহজ হইয়াছে। এই কাজ করার এখনই সুবিধা। পরে হয়তো ক্রমে বিশেষত্বগুলি লুপ্ত হইবে। কাশী ইহার পক্ষে একটি পরম সুবিধার স্থান। এখানে ভারতের সর্ব ভাবের মানুষ আছেন। ১৯২৩ সালে রবীন্দ্রনাথ কাশীতে গিয়া এই কথাটা বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। আমি তখন হইতেই এই দিকে একটু একটু কাজ করিতেছি, যদিও আমার আসল কর্মক্ষেত্র স্বতন্ত্র।

ধর্মের ধর্মগত অনুষ্ঠানাদির তুলনামূলক আলোচনার পরেই আচার-বিচারের কথা আসে। তখনই ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রের নানা দেশগত স্মৃতি-নিবন্ধাদির আলোচনার কথা আসে। এ বিষয়ে ক্ষেত্র সমুদ্রবৎ বিশাল। ভারতে এই বিষয়ের গ্রন্থের শেষ নাই। হাজার হাজার গ্রন্থ ভারতের নানা স্থানে ছড়াইয়া আছে। কাণে মহাশয়ের History of Dharma-sastra গ্রন্থে যে সুদীর্ঘ পুঁথির তালিকা আছে তাহা দেখিয়াই তো

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অবসন্ন হইয়া পড়িতে হয়। তবু ভারতের একটি একটি প্রদেশ লইয়া একটু তুলনাত্মক কাজ করা যায়। পরে একটু বিশদভাবে নিবন্ধকারদের বিষয় আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমে সংক্ষেপে প্রদেশগত ভাবে দুই একটা কথা বলা যাউক।

কাশী প্রদেশের ধর্মশাস্ত্র

কাশী হইল ভারতে সব দিক দিয়াই কেন্দ্রস্থল। কাজেই কাশীতে যাহা চলিত সর্ব ভারতেই তাহার কিছু না কিছু প্রভাব থাকিবার কথা। তাহাতে প্রথমেই নাম করিতে হয় মিতাক্ষরার। বাংলাদেশে মিতাক্ষরার স্থলে দায়ভাগেরই মত চলে, তবু মিতাক্ষরা পণ্ডিতগণের আদরণীয়। মিতাক্ষরার রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর ছিলেন পরমহংস বিজ্ঞানেশ্বর। ভরদ্বাজ গোত্রে পদ্মনাভের ঘরে তাঁহার জন্ম। নিজাম রাজ্যের মধ্যে কল্যাণনগরে তাঁহার নিবাস। অতএব তিনি দক্ষিণদেশীয়। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইহা রচিত। নামে ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের টীকা হইলেও ইহাই একখানি সর্বাঙ্গসুন্দর ধর্মশাস্ত্রের সর্বমতের নিষ্কর্ষ।

কাশীপ্রদেশে আদৃত মদন পারিজাতের কথা পূর্বেই একটু হইয়াছে। তাই এখানে আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার রচয়িতা দক্ষিণ-ভারতের লোক ছিলেন। কাশীতে বহু দক্ষিণদেশ হইতে আগত পণ্ডিতদের রচিত ধর্মগ্রন্থের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

কাল হিসাবে ইহার পরই আকবরের মন্ত্রী ক্ষেত্রীজাতীয় টোডরমল্ল রচিত টোডরানন্দ গ্রন্থের নাম করিতে হয়। এই গ্রন্থে সমাজধর্ম গৃহধর্ম জ্যোতিষ চিকিৎসা প্রভৃতি সর্ব বিষয়ের আলোচনা আছে। খৃস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে এই গ্রন্থখানি লিখিত। নীলকণ্ঠপুত্র গোবিন্দের মতে টোডরানন্দ তাঁহার পিতারই রচিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরাশরের টীকা বিদ্বন্মনোহরের রচয়িতা নন্দপণ্ডিতের রচিত বহু গ্রন্থ আছে। মিতাক্ষরার টীকা প্রমিতাক্ষরাও তাঁহারই। সাহারাণপুরের সহগিল রাজবংশের তিনি আশ্রয় পান। কর্ণাটের নায়কবংশীয় রাজাদেরও আদর লাভ করেন। তখনই বিষ্ণুধর্মসূত্রের বৈজয়ন্তী টীকা লেখেন। ইহা সর্বত্র সমাদৃত। দত্তকমীমাংসার কোনো কোনো মত মিথিলাতে চলে। তিনি ১৬০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি জীবিত ছিলেন।

কমলাকর-কৃত নির্ণয়সিন্ধুর সর্বত্র সমাদর। এই গ্রন্থের কথা সবাই জানেন। ১৬১০ হইতে ১৬৪০ খৃস্টাব্দের মধ্যে কমলাকর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। কতকগুলি গ্রন্থের শেষে "কমলাকর" পদ আছে, যথা, শূদ্র-কমলাকর, তীর্থ-কমলাকর ইত্যাদি। ইঁহারই ভাইপো গাগা ভট্ট অর্থাৎ বিশ্বেশ্বর ভট্ট যে শিবজীর রাজ্যাভিষেকের পুরোহিত ছিলেন, তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইঁহার দাদা দিবাকর বা দিনকরও মহাপণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার রচিত আচারার্ক (১৬৮৬ খৃস্টাব্দে রচিত), দিনকরোদ্দ্যোত ছাড়া আরও বহু গ্রন্থ আছে।

তাহার পরেই পূর্বে উল্লিখিত ব্যবহারময়ূখ প্রণেতা নীলকণ্ঠের নাম করা উচিত। তাঁহার আশ্রয়দাতা বুন্দেলারাজ ভগবন্ত দেবের নামে তাঁহার অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ ভগবন্তভাস্কর রচনা করেন। বোম্বাই, মহারাষ্ট্র, গুজরাট প্রদেশে ব্যবহারময়ূখের অশেষ সমাদর। মীমাংসাদর্শনের পণ্ডিতকুলে তাঁহার জন্ম। ব্যবহারময়ূখ তাই অনুপম নিবন্ধগ্রন্থ। ১৬:০ হইতে ১৬৪০ খৃস্টাব্দ মধ্যে ইহা লিখিত।

তাহার পরেই উল্লেখযোগ্য মিত্রমিশ্রের বীরমিত্রোদয়। চতুর্বর্গ-চিন্তামণির পরে এতবড় সুবৃহৎ সংগ্রহগ্রন্থ আর নাই। সর্বত্র ইহার সমাদর আছে। তবে পশ্চিম-ভারতে এই গ্রন্থ অপেক্ষা ব্যবহারময়ূখের আদর বেশি। মিত্রমিশ্র গোয়ালিয়রের লোক। তাঁহার পিতা পরশু-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

রামের গুরু ছিলেন কাশীর চণ্ডেশ্বর। ওরছাপতি বীরসিংহের আশ্রিত হওয়ায় তিনি গ্রন্থের নাম বীরমিত্রোদয় রাখেন। ১৬০৫ হইতে ১৬২৭ খৃস্টাব্দ বীরসিংহের রাজ্যকাল।

কাশীতে যে দক্ষিণী পণ্ডিতদের উপনিবেশ হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে নারায়ণ ভট্ট, গৌরীশ ভট্ট, বিশ্বনাথ ভট্ট, কৃষ্ণ ভট্ট প্রভৃতির কথা পূর্বেই প্রসঙ্গান্তরে বলা হইয়াছে বলিয়া এখানে আর উল্লিখিত হইল না। তাঁহারা এত পুরুষ যে কাশীতে বাস করিয়াছেন তবু তাঁহাদের দক্ষিণী চালচলন কখনও ছাড়েন নাই।

এখানে নাগোজী ভট্টের কথাও একটু বলা দরকার। এতবড় পণ্ডিত ক্বচিৎ জন্মিয়াছেন। ব্যাকরণেই তাঁহার খ্যাতি হইলেও ধর্মশাস্ত্রেও তাঁহার কীর্তি আছে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকুলে কালে-বংশে শিব ভট্টের ঘরে তাঁহার জন্ম। গঙ্গাতীরের শৃঙ্গবেরপুরের রাজা রামের তিনি আশ্রিত ছিলেন। জয়পুরের রাজা জয়সিংহের অশ্বমেধে তিনি নিমন্ত্রিত ছিলেন। ১৭০০ হইতে ১৭৭৫ খৃস্টাব্দ মধ্যে তাঁহার সময় বলা যাইতে পারে।

ইহার পূর্বেই স্মৃতিকৌস্তুভনিবন্ধ-প্রণেতা অনন্তদেবের নাম করা উচিত ছিল। চন্দ্রবংশীয় রাজা ত্রিমল্লচন্দ্রের দাক্ষিণ্যের তিনি বহু প্রশংসা করিয়াছেন। ত্রিমল্লদেব কাশীর পণ্ডিতগণের উপজীব্য ছিলেন। মহারাষ্ট্রীয় সাধক একনাথের বংশে অনন্তদেবের জন্ম। তাঁহার আশ্রয়দাতা রাজা বাজ বাহাদুরের পূর্বপুরুষ ঝাঁসিপ্রদেশ হইতে হিমালয় আলমোরা প্রদেশে গিয়া রাজত্ব করেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তিনি জীবিত ছিলেন। উত্তর-ভারতে ও হিমালয় প্রদেশে তাঁহার বিধান সমাদৃত।

কাশীর পরেই ভারতের অন্য কোনো প্রদেশের নাম করিতে হইলে আমার পক্ষে বাংলাদেশের কথা বলাই স্বাভাবিক। সেখানেই আমার পূর্বপুরুষদের স্থান এবং সেখানে বসিয়াই আজ কাজ করিতেছি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বাংলাদেশের ধর্মশাস্ত্র

এখন বাংলায় সকলের উপর প্রামাণ্য হইলেন রঘুনন্দন। রঘুনন্দনের পূর্বেও বহু ধর্মশাস্ত্রলেখক বাংলায় জন্মিয়াছেন। ভবদেবের প্রায়শ্চিত্ত-নিরূপণে এক বালোকের নাম পাওয়া যায়। রঘুনন্দনের ব্যবহারতত্ত্বেও বালকের নাম আছে। অধ্যাপক কানে মনে করেন 'বালোক' বা বালক ১১০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। বাংলাদেশে প্রাচীনকালে যে সব ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থকার জন্মিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে তিনজন খুব বিখ্যাত। তাঁহাদের নাম জীমূতবাহন, শূলপাণি ও রঘুনন্দন। ১০৯০-১১৩০ খৃস্টাব্দের মধ্যে জীমূতবাহনের দায়ভাগ লিখিত হয়। কাল-বিচার সম্বন্ধে জীমূতবাহনের কালবিবেকও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। জীমূতবাহনের বহুগ্রন্থমধ্যে আজ দায়ভাগেরই বিশেষ প্রসিদ্ধি। বাংলাতে মিতাক্ষরার চলন বড় কম, দায়ভাগেরই এখানে প্রভাব। রাঢ়ীশ্রেণীর বন্দ্যঘটী বংশে তাঁহার জন্ম।

জীমূতবাহনের পরই বাংলাদেশে শূলপাণির নাম করা উচিত। স্মৃতিবিবেক প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ও টীকা তাঁহার রচিত। লোকে বলে তিনি লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকরণিক ছিলেন। কিন্তু তাহা কি সত্য? নানা কারণে সন্দেহ হয়। ১৩৭৫ খৃস্টাব্দের পরে ও ১৪৬০ খৃস্টাব্দের পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের সাহুড়িয়াল বংশে তাঁহার জন্ম। বল্লাল সাহুড়িয়ালদিগকে কৌলীন্য হইতে ভ্রষ্ট করেন।

রঘুনন্দনের পাণ্ডিত্যের তুলনা নাই। তাঁহার অষ্টবিংশতিতত্ত্ব অপূর্ব পাণ্ডিত্যের ফল। রাঢ়ীয় বন্দ্যোপাধ্যায়বংশীয় হরিহর ভট্টাচার্যের তিনি পুত্র। তিনি মহাপ্রভুর সতীর্থ ছিলেন বলিয়াই সকলে জানে। ১৪৯০ হইতে ১৫৭০ খৃস্টাব্দ মধ্যে তাঁহার কাল।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

জীমূতবাহনের দায়ভাগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কারের দায়ক্রম-সংগ্রহ গ্রন্থও বাংলাদেশে সমাদৃত। তিনি জগদীশের পরবর্তী। কারণ জগদীশের মতামত তিনি কোথাও কোথাও অনুসরণ করিয়াছেন।

ইহার পূর্বেই আমাদের কুল্লুক ভট্টের নাম করা উচিত ছিল। বরেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে বাংলাদেশে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতার নাম দিবাকর ভট্ট। মন্বর্থমুক্তাবলী রচনা করিতে যাইয়া তিনি লেখেন—

গৌড়ে নন্দনবাসিনাম্নি সুজনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লূকভট্টোঽভবৎ॥

দেশান্তরের কথাও তিনি জানিতেন। মালবা ও বাহিক দেশের চলিত খাদ্য শাকসবজির দেশীয় নাম তিনি করিয়াছেন। তাঁহার মনুস্মৃতির টীকা অপূর্ব পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। স্মৃতিসাগর নামে তাঁহার সংগ্রহ-গ্রন্থও আছে। ১৩০০ খৃস্টাব্দের পূর্বে জীমূতবাহন বিদ্যমান ছিলেন, তবু কুল্লুক ভট্ট তাঁহার নাম করেন নাই। তাহার কারণ বোধ হয় কুল্লুক বাংলাদেশের বাহিরে কাশীতে বাস করিতেন।

স্মৃতিসার-রচয়িতা হরিনাথ আপনাকে গৌড়বাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি ১৩০০ হইতে ১৩৫০ খৃস্টাব্দ মধ্যে জীবিত ছিলেন। অধ্যাপক কানের মতে হরিনাথ বাংলার লোক নহেন, তাঁহার বাস ছিল বোধ হয় মিথিলায়। কিন্তু তাঁহার সপক্ষে কোনো প্রমাণ দেন নাই।

হলায়ুধ নামে প্রাচীন কালে অনেক লেখক ছিলেন। গৌড়রাজ লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধ ১২০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ ব্রাহ্মণসর্বস্ব রচনা করিয়া ধর্মশাস্ত্রলেখকদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। হলায়ুধের বড়দাদা পশুপতি শ্রাদ্ধক্রিয়াপদ্ধতি এবং পাকযজ্ঞপদ্ধতি নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ছোটদাদা ঈশান দ্বিজাহ্নিকপদ্ধতি রচনা করেন। যজুর্বেদের বাজসনেয়ি অর্থাৎ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শুক্লযজুর কাণ্বশাখায় ব্রাহ্মণদের জন্য হলায়ুধ তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্ব রচনা করেন। বাংলাদেশ ও মিথিলা উভয় স্থানেই হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্বস্বের সমাদর আছে।

রাজা বল্লালসেন নিজেও অন্ততঃ চারিখানি ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার রচিত অদ্ভুতসাগর, দানসাগর, আচারসাগর ও প্রতিষ্ঠাসাগর চারিখানি গ্রন্থই সমাদর লাভ করিয়াছে। চণ্ডেশ্বর, নির্ণয়সিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার গ্রন্থের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। রঘুনন্দন বলেন, দানসাগর গ্রন্থখানি বল্লালের নামে চলিত হইলেও ইহা বল্লালের গুরু অনিরুদ্ধের রচনা। কিন্তু দানসাগরেই স্পষ্ট লেখা আছে যে, ইহা গুরুর শিক্ষা বলে বল্লালের নিজেরই রচনা—

শ্রী বল্লালনরেশ্বরো বিরচয়ত্যেতং গুরোঃ শিক্ষয়া
স্বপ্রজ্ঞাবধি দানসাগরময়ং শ্রদ্ধাবতাং শ্রেয়সে ॥—শ্লোক ৯

বল্লাল এই গ্রন্থ আরম্ভ করিলেও ইহা সমাপ্ত করেন তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন। ১১৬৯ খৃস্টাব্দে অদ্ভুতসাগর রচনা বল্লাল আরম্ভ করেন।

এই সেনরাজারা কর্ণাট হইতে আগত। তাঁহাদের বিধানের মধ্যে কি কর্ণাটের কিছু গন্ধ থাকিবার কথা নয়? অন্ততঃ তাঁহারা যে শৈবধর্ম বাংলাদেশে আনিলেন তাহাতে তো থাকিবারই কথা। সেন রাজাদের সঙ্গেই বোধ হয় বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ বাংলায় আসে। বোপদেবের স্থান কর্ণাট। কলাপও সাতবাহনের জন্য রচিত ব্যাকরণ। দক্ষিণ-ভারত হইতে কলাপ আসিয়া বসিল পূর্ববঙ্গে।

বল্লালগুরু অনিরুদ্ধ-রচিত হারলতাও বিখ্যাত ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ। ইহাতে জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ-বিচার বর্ণিত হইয়াছে। বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুলে চাম্পাহট্টীয় শাখায় তাঁহার জন্ম। তিনি রাজার ধর্মাধি-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করণিক অর্থাৎ 'জজ' পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁর সময়।

বল্লালসেন ছাড়া আরও কয়েকজন রাজার রচিত ধর্মশাস্ত্রের নাম পাওয়া যায়। দলপতি, অপরাদিত্য, প্রতাপাদিত্য, ভোজরাজ প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্র লিখিয়াছেন। বরদরাজ, রাজা অনূপসিংহদেব (শালগ্রাম পরীক্ষণ), সোমেশ্বর চালুক্য, জয়সিংহদেব, মৈত্রসিংহ, কৃপারাম রাজা, মৈলুগী (কর্মবিপাক, ১৩৮০), বসন্তরাজ, বীরসিংহ, শম্ভুরাজ, শরভোজী প্রভৃতি রাজারা প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়াছেন। ইঁহাদের গ্রন্থ আছে।

রঘুনন্দনের পিতা হরিহর ভট্টাচার্য ছিলেন শ্রীনাথ আচার্য চূড়ামণির শিষ্য। শ্রীনাথের পিতা শ্রীকর। শ্রীনাথের রচিত বহু গ্রন্থ। তাঁহার কৃত্যতত্ত্বার্ণব, শুদ্ধিতত্ত্বার্ণব, আচারচন্দ্রিকা চিরদিন সমাদৃত হইয়াছে। মিথিলাতে ও বাংলায় তাঁহার বিশেষ প্রভাব। ১৪৭০ হইতে ১৫৪০ খৃস্টাব্দ মধ্যে তিনি জীবিত ছিলেন।

মদনপারিজাতের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহা বাংলায় চলে না কিন্তু মিথিলায় ও শ্রীহট্টে সমাদৃত।

শ্রীধর শর্মার পুত্র প্রদ্যুম্ন শর্মার রচিত শ্রাদ্ধপ্রদীপ শ্রীহট্টে রচিত হইলেও শ্রীহট্টে চলে না। শ্রীহট্টে চলে বাচস্পতি মিশ্রের কৃত্যপ্রদীপ, বাচস্পতির শিষ্য কেশব মিশ্র রচিত দ্বৈতপরিশিষ্ট। উভয়ই মিথিলার। শ্রাদ্ধপ্রদীপের প্রমাণ রঘুনন্দন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শূলপাণিকৃত স্মৃতিবিবেক ও প্রায়শ্চিত্তবিবেকও চলে। তাঁহার পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। ধেনূৎসর্গচিন্তামণি নামে একখানা গ্রন্থ শ্রীহট্টে চলে, তাহার রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াই সকলের বিশ্বাস ছিল। এখন দেখা যায় তিনি চন্দ্রশেখর বাচস্পতি। তিনি শ' দুই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বৎসর পূর্বের লোক, শান্তিপুর প্রদেশবাসী। বিদ্যাভূষণের পুত্র বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রচিত দ্বৈতনির্ণয় স্মৃতিপ্রদীপিকা প্রভৃতি গ্রন্থও আছে।

কবিকঙ্কণ গোবিন্দানন্দের দানকৌমুদী, শুদ্ধিকৌমুদী, শ্রাদ্ধ-কৌমুদী, বর্ষক্রিয়াকৌমুদী, তাঁহার মূল গ্রন্থ ক্রিয়াকৌমুদীরই চারিটি অংশ। তিনি বৈষ্ণব গণপতিভট্টের পুত্র, মেদিনীপুর জেলার লোক। ১৫৩৫ খৃস্টাব্দের অব্যবহিত পরে তাঁহার শুদ্ধিকৌমুদী লিখিত হয়।

এইখানেই বালবলভী ভুজঙ্গভবদেব ভট্টের নাম করা উচিত যদিও তিনি প্রায় চারিশত বৎসর আগেকার লোক। গোবিন্দানন্দের যেখানে সমাদর প্রায় সেই সব জায়গায়ই ভবদেবের ব্যবহারতিলক, ব্যবহারতত্ত্ব, কর্মানুষ্ঠানপদ্ধতি প্রভৃতি সমাদৃত। পূর্বমীমাংসায় তৌতাতিতমততিলক গ্রন্থও তাঁহারই। ভুবনেশ্বরের অনন্তবাসুদেবমন্দিরের গাত্রলগ্ন শিলা-লেখে জানা যায়, সামবেদ কৌথুমীশাখাধ্যায়ী গোবর্ধনপুত্র ভবদেব সাবর্ণ গোত্রে রাঢ়দেশে সিদ্ধল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১১০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি তাঁহার সময়।

পূর্বে কথিত অনিরুদ্ধের হারলতা প্রভৃতি গ্রন্থের টীকাকর্তা অচ্যুত চক্রবর্তী ১৫০০-১৫৫০ খৃস্টাব্দ মধ্যে জীবিত ছিলেন।

শারদাতিলক-রচয়িতা লক্ষণ দেশিক নিজে ধর্মশাস্ত্র না লিখিলেও তাঁহার গ্রন্থ হইতে বহু স্থানে ধর্মশাস্ত্রকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বারেন্দ্রকুলে বিজয়াচার্যের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের ঘরে তাঁহার জন্ম। দ্বাদশ শতাব্দীর কাছাকাছি তাঁহার সময়।

দুই-একজন বাঙালি ধর্মশাস্ত্রকার বিদেশে যাইয়া রাজার আশ্রয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বুন্দেলারাজ বীরভদ্রদেবের আশ্রিত ছিলেন প্রদ্যোতন ভট্টাচার্য। ষোড়শ শতাব্দীতে তিনি প্রায়শ্চিত্তপ্রকাশ রচনা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করেন। রণজিত সিংহের আদেশে লাহোরে মধুসূদন গোস্বামী ব্যবহার-সারোদ্ধার রচনা করেন (১৭৯৯ খৃস্টাব্দ)।

চিরঞ্জীব ভট্টচার্য প্রভৃতি আরও বহু বাঙালি পণ্ডিত সেই যুগে বাংলার বাহিরে থাকিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

বড়োদার গ্রন্থশালায় ভট্টাচার্য-রচিত একখানি ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি আছে ; তাহা ১৫২২ খৃস্টাব্দে লেখা।

তাহা ছাড়া অধ্যাপক কানের পুস্তকে বহু বহু বঙ্গীয় গ্রন্থের নাম আছে—বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

মিথিলার ধর্মশাস্ত্র

মিথিলার সঙ্গে বাংলার যোগ এত ঘনিষ্ঠ যে অনেক বিষয়ে এই দুই দেশকে বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখা চলে না।

স্মৃতিকল্পতরু-কৃত্যকল্পতরুর রচয়িতা লক্ষ্মীধরের সময় হইল ১১০৫-১১৩৫ (গঙ্গানাথ ঝা, মনুস্মৃতি, notes. iii, xiii)। মিথিলায় ও বাংলায় উভয় স্থানেই তিনি সমাদৃত।

হলায়ুধের কথা বাংলার প্রসঙ্গেই বলা হইয়াছে। তিনি লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ। তাঁহার ব্রাহ্মণসর্বস্ব হইতে বাংলা ও মিথিলায় সকল নিবন্ধকারই সাহায্য লইয়াছেন। ১২০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি তাঁহার সময় (ঐ)। আচারাদর্শকার শ্রীদত্ত উপাধ্যায় (১২৭৫-১৩১০ খৃঃ) মিথিলার রত্নস্বরূপ।

স্মৃতিরত্নাকর-প্রণেতা চণ্ডেশ্বর ঠাকুর (১৩১৪ খৃঃ) ছিলেন রাজা হরসিংহ দেবের সান্ধিবিগ্রহিক মন্ত্রী। নেপাল জয় করিয়া তিনি বাগমতীতীরে স্বর্ণতুলা দান করেন। কৃত্যচিন্তামণিও তাঁহার রচিত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মদনপারিজাতের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তিনি মিথিলার লোক না হইলেও মিথিলায় মান্য।

বিদ্যাপতি ঠাকুর ছিলেন (১৩৯৫-১৪৪০ খৃঃ) মিথিলাপতি রাজা নরসিংহদেবের আশ্রিত। রানী ধীরমতির জন্য তিনি নাকি দানবাক্যাবলী ও দানার্ণব রচনা করেন। অনেকের মতে ধীরমতিই রচয়িত্রী। নারীদের রচিত ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ আরও আছে—মিতাক্ষরার টীকা লক্ষ্মীব্যাখ্যা নাকি লক্ষ্মীদেবীর রচিত। গ্রন্থখানি বালম্ভট্টী নামে খ্যাত। তাহার উপক্রমণিকায় আছে, তিনি পায়গুণ্ড বৈদ্যনাথের পত্নী। তাঁহার কুমারী নাম ছিল উমা। নারীর লিখিত বলিয়া কথিত হইলেও অনেকে মনে করেন বিবাদচন্দ্র-রচয়িত্রী মিথিলার লক্ষ্মীদেবী নহেন, আসল রচয়িতা মিসরু মিশ্র। দ্বৈতনির্ণয় আসলে বাচস্পতি মিশ্রের, যদিও রানী জয়ার নামে প্রসিদ্ধ। বর্ষকৃত্য ও বিভাগসার বিদ্যাপতির বিখ্যাত গ্রন্থ।

শ্রাদ্ধবিবেক রচয়িতা রুদ্রধর ১৪২৫-১৪৬০ মধ্যে জীবিত ছিলেন। শ্রীনাথ আচার্য্য চূড়ামণির কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

মিথিলার সর্বাপেক্ষা মান্য নিবন্ধকার বাচস্পতি মিশ্র (১৪৫০-১৪৮০)। তাঁহার কৃত ১১ খানি বিভিন্ন চিন্তামণি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। নির্ণয়ান্ত বহু গ্রন্থও তাঁহার রচনা। কাশীতে ইঁহার বহু গ্রন্থ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। বাংলারও কোনো কোনো অংশে যথা শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ নোয়াখালীতে তিনি মান্য। বৃটিশ ধর্মাধিকরণে তাঁহাকে খুব প্রামাণ্য স্থান দেওয়া হয়। মিথিলাপতি রাজা চন্দ্রসিংহপত্নী রানী লছিমা দেবীর আজ্ঞায় মিসরু মিশ্র বিবাদচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি তিনি জীবিত ছিলেন।

স্মৃতিতত্ত্ববিবেক, দণ্ডবিবেক প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা বর্ধমান উপাধ্যায়

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ছিলেন মিথিলাপতি ভৈরবসিংহদেবের ধর্মাধ্যক্ষ (১৪৭০-১৪৮০), তাঁহার শ্রাদ্ধপ্রদীপ অন্যত্রও সম্মানিত হইয়াছে।

বিহারের ধর্মশাস্ত্র

মিথিলার পরেই যদিও বিহার তবু সেখানে মিথিলার নিবন্ধ সমাদৃত নয়। সেখানে নির্ণয়সিন্ধু প্রভৃতি উত্তর-পশ্চিমের প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রই চলে। মনু ও নারদস্মৃতির টীকাকার ও ধর্মশাস্ত্রব্যাখ্যাতা অসহায় হয়তো পাটলিপুত্রের লোক এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তিনি জীবিত ছিলেন, তবু এখন তাঁহার বিধান সাধারণ লোকের মধ্যে চলে না। পণ্ডিতেরা অবশ্য তাঁহার প্রমাণ বহু স্থলে গ্রহণ করিয়াছেন।

আসাম-উড়িষ্যার ধর্মশাস্ত্র

বিহার বঙ্গ মিথিলার পরেই নাম করিতে হয় আসাম ও উড়িষ্যার। আসামে এখন রঘুনন্দন কিছু কিছু চলিতেছে বটে কিন্তু সেখানে ইহা প্রধান নহে। জীমূতবাহনের আসামে আদর থাকিলেও আসামের প্রধান বিধানগ্রন্থ হইল পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশের (১৬০৪) বিবাদকৌমুদী, দায়কৌমুদী প্রভৃতি। তিনি বাংলার লোক, আসাম-রাজার আশ্রয়ে ছিলেন।

শম্ভুনাথ সিদ্ধান্তবাগীশও বাংলার লোক। তিনি ছিলেন কামরূপ-পতির সভাপণ্ডিত (১৭১৫ খৃঃ)। রাজার আদেশে বর্ষভাস্কর, দুর্গোৎসবকৃত্যকৌমুদী প্রভৃতি রচনা করেন।

উড়িষ্যায়ও মিতাক্ষরাই চলে। উড়িষ্যার নিজস্ব প্রাচীনতম ধর্মশাস্ত্রকার হইলেন অপরার্ক (১১৪০-৮৬)। তিনি "বিদ্যাধরবংশপ্রভব শিলাহার-নরেন্দ্র" বলিয়া আত্মপরিচয় পুষ্পিকাতে দিয়াছেন। এই বংশের আদি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

স্থান কঙ্কণ দেশে হইলেও পুরীতেই ইঁহারা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের নাম যাজ্ঞবল্কীয় ধর্মশাস্ত্রনিবন্ধ।

উড়িষ্যায় দক্ষিণ-পশ্চিম-উত্তর নানা দিক দিয়াই ব্রাহ্মণাদি বর্ণ আসিয়া বাস করেন। যাঁহাদের মধ্যে অন্ধ্রের আচার ও বিধি চলে তাঁহারা আসিয়াছেন গঞ্জাম-পথে। বাংলাদেশ হইতে যাঁহারা গেলেন তাঁহারা "কেরা", তাঁহাদের মধ্যে বঙ্গীয় আচার ও বিধানশাস্ত্র। পাশ্চাত্ত্য দলের মধ্যে পাশ্চাত্ত্য আচার।

এখন কিন্তু উড়িষ্যাতে গদাধর-পদ্ধতি অনুসারেই সব বিধান দেওয়া হয়। তাঁহার পিতার নাম ছিল নীলাম্বর। রাজা হরেকৃষ্ণ ভূপতির রানীর তিনি ছিলেন গুরু (১৪৫০-১৫০০)। তাঁহার কালসার মান্য গ্রন্থ। গৌড়ীয় চিন্তামণিতেও তাহা উল্লিখিত। পণ্ডিতসর্বস্ব, নিত্যাচারপদ্ধতি, নিত্যাচারপ্রদীপ, কালদীপ, শ্রাদ্ধদীপ প্রভৃতিও উড়িষ্যায় মান্য।

কটকপতি প্রতাপরুদ্রদেব সরস্বতীবিলাস গ্রন্থে দায়ভাগ প্রভৃতির আলোচনা করিয়াছেন (১৪৯৭-১৫৩৯)।

দুর্গোৎসবচন্দ্রিকা গ্রন্থখানি গজপতি রামচন্দ্রদেবের আদেশে ভারতী-ভূষণ বর্ধমান মহাপাত্র রচনা করেন। ক্রিয়াকর্মে পুরোহিতসর্বস্ব ব্যবহৃত হয়।

অন্ধ্রদেশের ধর্মশাস্ত্র

অন্ধ্রদেশে প্রতাপরুদ্রের রাজত্ব বিদ্যানগর পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। কাজেই তাঁহার গ্রন্থের আদর গঞ্জাম এমন কি মান্দ্রাজেরও অনেক স্থলে দেখা যায়। এই প্রদেশে বৌধায়নধর্মসূত্র খুব সমাদৃত। বৌধায়ন হইলেন কৃষ্ণযজুর্বেদীয়। বুঝা যায় তিনি কণ্ববংশীয়। গোবিন্দস্বামী তাঁহাকে বলেন কাণ্বায়ন। বুলারের মতে বৌধায়ন ছিলেন দক্ষিণ-

গুরুকুল কাংড়ি
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ভারতীয়। তিনি দক্ষিণদেশীয় আচার এমন কি সমুদ্রে যাতায়াতের কথাও লিখিয়াছেন। গোবিন্দস্বামীর পূর্বেও বৌধায়নের অনেক ব্যাখ্যাতা হইয়া গিয়াছেন তবু গোবিন্দস্বামীই এখন সমাদৃত। ভবস্বামী প্রভৃতি পুরাতন ব্যাখ্যাতার কথা বিশেষজ্ঞেরা ছাড়া আর কেহ জানেন না। বৌধায়নের মতে "উপনীতমাত্রো ব্রতানুচারী বেদানাং কিঞ্চিদধীত্য ব্রাহ্মণঃ। একাং শাখামধীত্য শ্রোত্রিয়ঃ। অঙ্গাধ্যায্যনূচানঃ। কল্পাধ্যায়ী ঋষিকল্পঃ। সূত্রপ্রবচনাধ্যায়ী ভ্রূণঃ। চতুর্বেদাদ্ ঋষিঃ। অত উর্ধ্বং দেবঃ।" (গৃহ্যসূত্র ১, ৭, ২-৮)—অর্থাৎ "উপনীত হইয়া ব্রতানুচারী একটু বেদ পড়িলে হয় ব্রাহ্মণ, এক শাখা পড়িলে শ্রোত্রিয়, অঙ্গমাত্র অধ্যয়ন করিলে অনূচান, চতুর্বেদ অধীত হইলে ঋষি, ইহার উপরে দেব।"

অন্ধ্রাদি দক্ষিণদেশে মিতাক্ষরার পরেই আসল সমাদর হইল দেবণ্ণ ভট্টের স্মৃতিচন্দ্রিকার। মিতাক্ষরার সমাদর বাংলা ছাড়া আর সর্বত্র। দেবণ্ণভট্ট ছিলেন দক্ষিণদেশীয় (১২২৫ খৃ)। গোপালভট্ট দ্রবিড়ের কালকৌমুদীও (১৩৫০-এর কাছাকাছি) এখানে সমাদৃত। বেঙ্কটের কালামৃত গ্রন্থেরও আদর আছে। হিং খাওয়ার পক্ষপাতী হরদত্তের গ্রন্থ এই দেশে তত চলে না, যদিও ইঁহারা হিং খান। তবে অন্যান্য আচারে অমিল আছে। হিমাদ্রি যদিও দেবগিরির লোক এবং কঙ্কণেও তিনি ছিলেন—কিন্তু তাঁহার চতুর্বর্গচিন্তামণি অন্ধ্রদেশে অতিশয় মান্য।

মান্দ্রাজ প্রদেশের ধর্মশাস্ত্র

অন্ধ্রদেশের দক্ষিণে মান্দ্রাজ বিভাগেও বৌধায়নই বেশি চল। দেবণ্ণভট্টও সমাদৃত। অপ্পয় দীক্ষিতের গ্রন্থেরও সমাদর আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরাশরমাধবের রচয়িতা মাধবাচার্য দক্ষিণদেশের পণ্ডিতগণের শিরোমণি। বৈদিক ক্ষেত্রেই তাঁহার সাধনা সীমাবদ্ধ নয়। পরাশর-স্মৃতির মধ্যে ব্যবহারভাগ নাই। অতি কৌশলে তাহা যুক্ত করিয়া তিনি পরাশরকে একখানি সুসম্পূর্ণ ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ করিলেন (১৩৩৫-১৩৬০)। অথচ পরাশরমাধব বাহিরে সমাদৃত হইলেও আপন দেশে নামে মাত্র আছে। মাধবও ছিলেন বোধায়ন-মতানুযায়ী কৃষ্ণ-যজুর্বেদীয় ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণ। হয়তো দেশের ঠিক স্বরূপটি না ধরিয়া বৈদিকভাবে বেশিদূর ঝুঁকিয়া পড়ায় তাঁহার গ্রন্থ তাঁহারই দেশে ততটা আদৃত হয় নাই।

ঐ দেশে যাঁহারা সামবেদী তাঁহারা অনিরুদ্ধভট্টের মন্ত্রকৌমুদী মানেন। কিন্তু সামবেদীয় প্রথাই মহারাষ্ট্র কর্ণাট হইতে ঐ দেশে গিয়াছিল বলিয়া অনেকের মত। সায়ণমাধবের অনেক পূর্বে একজন মাধব ছিলেন রামেশ্বরভট্টের পুত্র। মাধবের পুত্র রঘুনাথ ভট্টের পরিচয় তাঁর সম্রাটস্থপতি নামে (১৫৪৫-১৬২৫)। আহ্নিকপদ্ধতি প্রভৃতি তাঁহার গ্রন্থ এই দেশে কেহ কেহ আদর করেন।

কর্ণাটের ধর্মশাস্ত্র

কর্ণাটেও মিতাক্ষরার সমাদর। তাঁহার কল্যাণনগরীও তো এই দেশেই। হেমাদ্রির দেশও এই দিকে। তিনি দেবগিরির (দৌলতাবাদ) যাদবরাজ মহাদেবের দপ্তরের অধ্যক্ষ ছিলেন (১২৬০-১২৭০)। কঙ্কণেও তিনি ছিলেন। এই সব স্থান কর্ণাট হইতে দূরে নহে। অন্ততঃ কর্ণাটে তাঁহার বিলক্ষণ সমাদর আছে। এই দেশে অন্ধ্রদেশীয় পণ্ডিত অপ্পয় দীক্ষিতেরও প্রভাব কম নহে। বরং অন্ধ্রদেশেই তাঁহার তেমন আদর নাই।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রয়োগপারিজাত-রচয়িতা নৃসিংহ ছিলেন কর্ণাটবাসী। তাঁহার গোত্র কৌণ্ডিণ্য। তিনি হেমাদ্রি ও মাধবের পরবর্তী, তবে নারায়ণ ভট্ট ও নৃসিংহপ্রসাদের পূর্বেকার।

অনেক তামিল প্রদেশের লোক কর্ণাটে আসিয়া বাস করিয়াছেন। তামিল দেশেও বাংলাদেশেরই মত সৌরমাস গণনা এবং মীনরাশির অন্তে সূর্যের মেষরাশিতে প্রবেশের পূর্বে বর্ষারম্ভ। কিন্তু কর্ণাটে চান্দ্রগণনা, তাই বৎসরারম্ভও ভিন্ন দিনে। তাই কর্ণাটের তামিল হিন্দুগণ উভয় বর্ষারম্ভই পালন করেন। নিজেদেরটা ত্যাগ করাও অসম্ভব, আর চারিদিকের প্রভাবও অগ্রাহ্য করা অন্যায়। তাই ইঁহারা দুই দিনেই নববৎসরের উৎসব করেন। ইঁহাদের মধ্যে কাল-বিচারে পরাশরের মতই বেশি আদরণীয়। পরাশর-মতের গণনায় তিনখানি গ্রন্থই পাওয়া যায়। বৃহৎপারাশর, মধ্যপারাশর ও লঘু-পারাশর।

কলিকাতাতে কর্ণাটের বহু তামিল হিন্দু কার্যোপলক্ষ্যে বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নারায়ণ আইয়ারকে লইয়া আমি তাঁহাদের একজন বৃদ্ধ পুরোহিতের সঙ্গে দেখা করি। পুরোহিতের নাম লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, দক্ষিণ-মালাবারের অন্তর্গত বালাঘাটবাসী। তাঁহার কাছে শুনিলাম, তাঁহাদের সামাজিক ও গৃহ্য আচরণে পুরাতন স্মৃতির মধ্যে মনু, পরাশর, যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদস্মৃতি সমধিক মান্য। মিতাক্ষরাও সমাদৃত। তবে নিবন্ধের মধ্যে বৈদ্যনাথকৃত নিবন্ধই খুব চলে। এই বৈদ্যনাথটি কে? ইনি খুব প্রখ্যাত নিবন্ধকার না হইলেও ঐ দেশে তাঁহারই অখণ্ড প্রতাপ।

চমৎকারচিন্তামণি-রচয়িতা এক বৈদ্যনাথ আছেন। ডেকান কলেজের গ্রন্থালয়ে ১৬৬২ খৃস্টাব্দে লেখা এই গ্রন্থের একখানি পুঁথি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পাওয়া যায়। দিবাকরের পুত্র এক বৈদ্যনাথ আছেন, তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রসুধানিধি পণ্ডিতদের মধ্যে আদৃত। তিনি ১৬৬৫ সালের কাছাকাছি জীবিত ছিলেন। কালনিরূপণের রচয়িতা। কাত্যায়নীয় উপাকর্মপদ্ধতি-রচয়িতা, স্মৃতিসার-রচয়িতা সবাই বৈদ্যনাথ। আবার মহাদেব পায়গুণ্ডের পুত্র নাগোজিভট্টের শিষ্য বালমভট্টের পিতা বৈদ্যনাথ পরাশরস্মৃতির টীকা রচনা করেন। রামচন্দ্র তৎসতের পুত্র বৈদ্যনাথ ১৬৮৩ সালে উদাহরণচন্দ্রিকা রচনা করেন, তাঁহার রচিত কালমাধবকারিকার একটি টীকা আছে, অগ্নিহোত্রমন্ত্রার্থচন্দ্রিকা গ্রন্থেরও তিনিই রচয়িতা। সংস্থাপদ্ধতি-রচয়িতাও এক বৈদ্যনাথ। কর্ণাট-মান্য নিবন্ধকার বৈদ্যনাথ ইহাঁরা নহেন।

কর্ণাটে মান্য দীক্ষিত-উপাধিধারী বৈদ্যনাথ ১৬০০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি স্মৃতিমুক্তাফল গ্রন্থ রচনা করেন। দশাহবিবাহ নামেও এক গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। প্রক্রিয়াঞ্জনটীকা ও ধর্মসারণির রচয়িতাও বৈদ্যনাথ দীক্ষিত। বৈদ্যনাথ-কৃত স্মৃতিমুক্তাফল নিবন্ধখানি খুবই লোকমান্য। চিদম্বরম্ কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি নগরে এই নিবন্ধের বহু সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছে। চিদম্বরেশ্বর-কৃতও একখানা স্মৃতিমুক্তাফল-সংগ্রহ গ্রন্থ আছে।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইঁহাদের মধ্যে পার্থিব শিব-পূজা আছে তবে শিবের মাথায় বজ্রের ব্যবহার নাই। ইঁহারা বলিলেন গোকর্ণস্থ উত্তর-দেশ হইতে আগত শিবল্লী ব্রাহ্মণদের মধ্যে নাকি বজ্রের ব্যবহার আছে।

কর্ণাটবাসী তামিলগণের মধ্যে সোমবারে শিবের প্রদোষপূজা হয়। কৃষ্ণচতুর্দশী ও বিশেষতঃ শিবচতুর্দশীর রাত্রে শিবপূজার ব্যবহার আছে। বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা ইঁহারা দেবীর পূজা করেন। দুর্গা, শান্তিদুর্গার পূজায়ও বৈদিক মন্ত্র। শ্রীচক্র ইঁহাদের মধ্যেও আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

মালাবারের ধর্মশাস্ত্র

কর্ণাটীয়েরা বলেন, মালাবারের নাম্বুদ্রীরা বাংলাদেশ হইতে সে-দেশে গিয়াছেন। পরশুরাম তাঁহাদের ঐ দেশে লইয়া যান। বাংলাদেশের সঙ্গে নাকি নাম্বুদ্রীদের বহু আচারগত মিল। যথা শৌচান্তে স্নান। বাংলাদেশের আচারনিষ্ঠদের মতই ইঁহারা শৌচ-অন্তে স্নান করিয়া শুদ্ধ হন। অমাবস্যা ও বিশেষতঃ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধাদিতে নাম্বুদ্রীদের মধ্যে বাংলাদেশের মতই আচার প্রচলিত। গীতগোবিন্দেরও আদর তাঁহাদের মধ্যে অতিশয় বেশি। ঘরে ঘরে কন্যাগণ গীতগোবিন্দের গান শিখিয়া থাকেন।

মালাবারে দক্ষিণদেশীয় দ্রবিড়প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রই চলে। এখানে অনেক স্থলে মাতৃতন্ত্রতার প্রাদুর্ভাব বেশি থাকায় এখানকার কিছু কিছু লৌকিক বিধিও আছে। যেমন নায়ারদের কন্যারা নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের সঙ্গে থাকেন। তাহাকে বিবাহ বলে না, তাহার নাম 'সম্বন্ধম্'। নাম্বুদ্রীদের বড় পুত্রই বিবাহ করিতে পারেন। অন্য পুত্রেরা বিবাহ করেন না, কাজেই নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণকন্যারাও অনূঢ়া থাকিতে বাধ্য হন। আর নায়ারদের কন্যা নাম্বুদ্রীদের সঙ্গে থাকায় নায়ার ছেলেরা স্ত্রী পান না। ইহার সামাজিক ফল অবশ্য ভাল নয়। কিন্তু ইহাই মালাবারের প্রাচীন বিধি। পরশুরামের দোহাই দিয়া ইঁহারা তাহা বদলাইতে নারাজ। সেদিনও জস্টিস্ শঙ্করন্ নায়ারের বিবাহবিধান এই সব অনাচার দূর করিতে গিয়া সমস্ত প্রাচীনপন্থীদের দ্বারা কিরূপ বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা সবাই জানেন। তবে কালের ধর্মে এগুলি বদলাইতেছে। এখানে ক্ষত্রিয় রাজাদের কন্যারাও ব্রাহ্মণের সঙ্গেই থাকেন। কাজেই রাজা ও নায়ারদের মধ্যে উত্তরাধিকার পুত্রগত নহে, কন্যাগত। মাতৃতন্ত্রতার জন্য তাহা হইতেই বাধ্য।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বরদরাজ মালাবারের প্রথাগুলির অনুযায়ী যে ব্যবহারমালা গ্রন্থ রচনা করেন তাহাই মালাবারে সর্বদা চলে। ইহার কয়েক শত বৎসর পূর্বে আর এক বরদরাজ যে ব্যবহার-নির্ণয় লেখেন তাহা এখানে চলে না।*

তাঞ্জোরের ধর্মশাস্ত্র

তাঞ্জোরের রাজা শরভোজী (১৭৯৮-১৮৩৩) ব্যবহারপ্রকাশ নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঞ্জোর-নৃপতি শম্ভুরাজের নীতিমঞ্জরীও অনেকে শরভোজীরই মনে করেন। তাঁহারা বলেন, শরভোজীরই নামান্তর শম্ভুরাজ। এই সব গ্রন্থে স্থানীয় রীতিপদ্ধতি বেশি থাকিবার কথা।

মহারাষ্ট্রদেশের ধর্মশাস্ত্র

সারা ভারতে ধর্মশাস্ত্রকারদের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা সর্বত্র মান্য সেই মিতাক্ষরাকার বিজ্ঞানেশ্বরকে জন্ম দিয়াছে মহারাষ্ট্রদেশ। তাঁহার কথা পূর্বেই হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকার নাম করিয়া সর্বধর্মশাস্ত্রের যে সার এই মহারাষ্ট্রদেশীয় পরমহংসটি দান করিলেন তাহা সর্বভারতের সমস্ত গৃহস্থজীবনকে আজও নিয়মিত করিতেছে। ১০৭০-১১০০ মধ্যে যাহা রচিত হইয়াছে আজও তাহার শক্তি ক্ষীণ হয় নাই। কল্যাণ-নগরের বাণী হইয়াছে পরবর্তীকালে সারা ভারতের চালনার মন্ত্র।

---

* অধ্যাপক কাণে বলেন, বরদরাজ ১৪৫৭-১৫০০ খৃষ্টাব্দের লোক। ১৯৪২ সালে রঙ্গস্বামী ও কৃষ্ণ আয়াঙ্গার মান্দ্রাজ আড্যার হইতে বরদরাজ কৃত ব্যবহারনির্ণয় প্রকাশিত করিয়া দেখাইয়াছেন যে বরদরাজ ১২৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী। ব্যবহারনির্ণয় তখনকার আন্তর্জাতিক আইন, জুরির বিচার, নারীদের অধিকার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। এই গ্রন্থখানির আরও আলোচনা আমি গ্রন্থান্তরে করিয়াছি।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

তাহার পরই মাধবাচার্যের (১৩৩৫-১৩৬০) কথা বলিতে হয়। ইঁহার বিষয় তো পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইঁহার পরাশরমাধব ও কালমাধব সারা ভারতের ন্যায় এখানেও মান্য।

দলপতি ছিলেন দেবগিরির সুলতান নিজাম শাহের প্রধানমন্ত্রী ও দপ্তরের মালিক। পুষ্পিকাতে দেখা যায় তিনি ছিলেন মহারাজাধিরাজ। শুক্লযজুর্বেদ যাজ্ঞবল্ক্য শাখার ভরদ্বাজ গোত্রে বল্লভের ঘরে তাঁর জন্ম। ইঁহার গুরু সূর্যপণ্ডিত। ইঁহার ধর্ম বৈষ্ণব। দলপতি ইঁহার নাম কিংবা উপাধি তাহা বুঝা যায় না। ইঁহার রচিত নৃসিংহপ্রসাদ ১৪৯০ হইতে ১৫১২ মধ্যে রচিত। দক্ষিণের আচার ইহাতে সমর্থিত। মাতুল-কন্যাকে বিবাহ করা বেদসম্মত না হইলেও ইঁহার মতে অদোষ (সংস্কারসার)। দ্বাদশ সারে নৃসিংহপ্রসাদ বিভক্ত।

নির্ণয়সিন্ধুকার (১৬১২ খ্রীঃ—গঙ্গানাথ ঝা বলেন ১৬১৬) কমলাকর ভট্টের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইঁহারা দুই ভাই। বড় হইলেন দিনকর বা দিবাকর, ছোট হইলেন লক্ষ্মণ ভট্ট। ইঁহারা সবাই কৃতী। ইঁহার ভাইপো গাগা ভট্টের কথাও পূর্বেই বলা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়ের লেখা হইলেও নির্ণয়সিন্ধুর সর্বত্র সমাদর, মহারাষ্ট্রে তো বিশেষ আদরই আছে। আচারদীপ-প্রণেতা কমলাকর আরেকজন। তাঁহার বাড়ি গোদাবরী-তীরে কূর্পর গ্রামে বা কোপরগাঁওয়ে।

স্মৃতিকৌস্তুভ-প্রণেতা অনন্তদেবের কথাও পূর্বেই বলা হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয় সাধক একনাথের বংশে তাঁহার জন্ম। গঙ্গানাথ ঝার মতে স্মৃতিকৌস্তুভ ১৬১৬ সালের পরে রচিত। ইঁহার মতে দত্তক লইবার পর যদি পুত্র জন্মে তবু দত্তকের অধিকার যায় না, তাহারও অধিকার ভাইদের সঙ্গে সমান হয়। ইহা খুবই ন্যায়সংগত ব্যবস্থা।

নাগপুরের কাছে যে-সব মহারাষ্ট্রীয় থাকেন তাঁহারা মূল মহারাষ্ট্রের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

প্রচলিত সব বিধানশাস্ত্র মান্য করিলেও বিশেষভাবে সমাদর করেন ধর্মসিন্ধুর। ইহা কাশীনাথ উপাধ্যায় অথবা বাবা পাধ্যের দ্বারা ১৭৯০-৯১ সালে রচিত। কাশীনাথ কঙ্কণের রত্নগিরি জেলার কঢ়াড়ে ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতা সংসারাসক্তিহীন ছিলেন বলিয়া বিষয়ে বঞ্চিত হন, পরে আসিয়া পাণ্ঢরপুর তীর্থে বাস করেন। কবি মোরোপন্থ ছিলেন ইঁহার বৈবাহিক। কাশীনাথ পরে সন্ন্যাসী হন ও ১৮০৫ সালে দেহত্যাগ করেন।

শিরোমণি ভট্টও একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে সবাই দাক্ষিণাত্য বলিয়াই জানে। তাঁহার আহ্নিকরত্ন ঋগ্বেদীয়দের বিশেষ মান্য।

গুজরাটের ধর্মশাস্ত্র

গুজরাটেও মিতাক্ষরা, চতুর্বর্গচিন্তামণি প্রভৃতি সর্বভারতীয় গ্রন্থের সমাদর আছে। ব্যবহারময়ূখ বিশেষভাবে গুজরাটে সমাদৃত। ইহার রচয়িতা নীলকণ্ঠ ভট্টের কথা আগেই বলা হইয়াছে। ইঁহার প্রধান গ্রন্থ ভগবন্তভাস্কর ধর্মশাস্ত্রের ও সমাজবিধির একখানি বিশ্বকোষবিশেষ। ইঁহার আশ্রয়দাতা রাজা ভগবন্তদেব সেঙ্গর কুলোৎপন্ন বুন্দেল রাজা। যমুনা-চম্বল সংগমে ভারেহাতে তাঁর রাজধানী। ষোড়শ খৃস্টাব্দের শেষভাগে তাঁহার সময়।

গুজরাটের বেদাঙ্গ রায় শ্রাদ্ধদীপিকা রচনা করেন। শ্রীস্থলে ছিল তাঁহার বাড়ি। তিনি শাজাহানের জন্য ১৬৪৩ সালে পারসিপ্রকাশ রচনা করেন। মুসলমান রাজাদের বহু মন্ত্রী ও কর্মচারীর রচিত ধর্মশাস্ত্র-গ্রন্থ আছে। ইতিপূর্বে তাহা দেখানো হইয়াছে।

গুজরাটে নাগর ব্রাহ্মণেরা বাহির হইতে সমাগত। তাঁহাদের অনেক বিশেষত্ব আছে। নাগর ব্রাহ্মণদের রচিত ধর্মশাস্ত্রও কিছু কিছু আছে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

যথা অচল দ্বিবেদীর নির্ণয়দীপক (১৫১৮)। শাঙ্খায়ন গৃহ্যসূত্রের গৃহ্যপ্রদীপক টীকার রচয়িতা নারায়ণ কৃষ্ণজী দ্বিবেদী (১৬২৯) ছিলেন পাটলাপুরীবাসী। তারও পূর্বে ১৩৮৪ সালে নাগর ব্রাহ্মণ কাহ্নড় দেবের জ্যেষ্ঠপুত্র সারগ্রাহকর্মবিপাক রচনা করেন। রাজা দুর্গসিংহের মন্ত্রী কর্ণসিংহ ছিলেন তাঁহার পালক। বোধায়ন প্রভৃতি শাস্ত্র তাঁহার আধার।

কাশ্মীরের ধর্মশাস্ত্র

কাশ্মীর চিরদিন মহাপণ্ডিতদের স্থান। হারিতের ধর্মসূত্রের একখানি অতিপ্রাচীন পুঁথি নাসিকে পাওয়া যায়। হারিতের মধ্যে কাশ্মীরী শব্দ "কফেল্ল" দেখা যায়। ইহাতে মনে হয় কাশ্মীরই তাহার উৎপত্তিস্থল। কাণের মতে খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বে হারিতের সময়।

মনু-টীকাকার মেধাতিথির পিতার নাম বীরস্বামী বলিয়া কেহ কেহ (যথা, ডক্টর জলি) তাঁহাকে দক্ষিণী বলিয়াছেন। ক্ষীরস্বামীও তো কাশ্মীরী। রাজতরঙ্গিণীতেও "স্বামী"-অন্ত বহু নাম আছে। বুলারের মতে মেধাতিথি কাশ্মীরী। মেধাতিথি বহু স্থলে কাশ্মীরী শব্দের দ্বারা সংস্কৃত কথা বুঝাইয়াছেন। পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রের গভীর জ্ঞান ছিল মেধাতিথির। ৮২৫ হইতে ৯০০ খৃস্টাব্দ তাঁহার সময়। ভারতের সর্বত্র মেধাতিথির সম্মান থাকিলেও কাশ্মীরের দাবীই সর্বাগ্রগণ্য।

যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যাখ্যাতা অপরার্ক বা অপরাদিত্যের কথা পূর্বেই হইয়াছে। কঙ্কণস্থ শিলাহার বংশীয় রাজা হইয়াও তাঁহার ক্ষেত্র ছিল পুরী। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকার নামে তিনি সর্বধর্মশাস্ত্রের সারসংগ্রহ দিয়াছেন। বাজসনেয়ি সংহিতার মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণকে অপরার্কের দেওয়া দানপত্র থাণা জেলায় (বড়বলী গ্রাম) পাওয়া গিয়াছে। অপরাদিত্যের সঙ্গে কাশ্মীরের সংস্কৃতিগত যোগের কথা পূর্বেই

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

বলা হইয়াছে। কাশ্মীররাজ জয়সিংহের সময় তেজকণ্ঠ নামে একজনকে অপরার্ক কাশ্মীরী পণ্ডিতদের কাছে পাঠাইয়াছিলেন (১১২৯-১১৫০ খৃ)। এখনও কাশ্মীরে অপরাদিত্যের খুবই সমাদর। কাশ্মীরে তিনি বিশেষরূপেই মান্য।

নেপালের ধর্মশাস্ত্র

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে নেপালের মহারাজাধিরাজ প্রতাপসিংহ বর্মা পুরশ্চর্যার্ণব নামে যে বিরাট গ্রন্থ রচনা করেন তাহাতে তিনি বাংলা দেশের বহু গ্রন্থের সহায়তা লইয়াছেন।

নেপালে নেওয়ার পণ্ডিতদেরও নিজস্ব কিছু ধর্মশাস্ত্র আছে। নেওয়ারদের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু দুই ভাগই বর্তমান। তাই সেখানে হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্রও বৌদ্ধাচার ও বৌদ্ধমতের সঙ্গে কতকটা রফা করিয়া লেখা। সেই সব ধর্মশাস্ত্র অন্যত্র পরিচিত নহে। তাই দেখা যায় যে পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত আগাগোড়া ব্যাপ্ত হিমালয়প্রদেশের মধ্যে কেবলমাত্র কাশ্মীরেই সর্বত্রমান্য নিজস্ব ধর্মশাস্ত্রের মত ও মতবাদী আছেন। নেপাল, কুমায়ূন, গাড়ওয়াল, প্রভৃতি স্থানে সমতল হিন্দুস্থান হইতে সব ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি যাঁহারা গিয়াছেন তাঁহারা আপন আপন দেশ হইতে নিজ নিজ ধর্মশাস্ত্র লইয়া গিয়াছেন। ১৯০৭ সালে আমি চম্বা প্রভৃতি স্থানে দেখিয়াছি সেখানে স্মৃতির যুগেরও পূর্ববর্তী বৈদিক কালের মতোই সব সামাজিক বিধি বর্তমান।

সিন্ধু ও পঞ্চনদ প্রদেশের ধর্মশাস্ত্র

সিন্ধু ও পঞ্চনদের নিজস্ব কোনো ধর্মশাস্ত্রের মতবাদ বা গ্রন্থের কথা জানি না। পরাশরস্মৃতির টীকাকার নন্দ পণ্ডিত তাঁহার বিদ্বন্মনোহর নামে যে টীকা করেন তাহা রচিত হয় সাহারানপুরে।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

একথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। পঞ্চনদের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী এই স্থানের এই ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থের রচনার কথাই সুবিদিত। সিন্ধুদেশ ও পাঞ্জাবে বাহিরের রচিত ধর্মশাস্ত্রই চলে।

সিন্ধুদেশে যখন যবন আক্রমণ হয় তখন বলাৎকারে ধর্মান্তরিত নরনারীর শুদ্ধির কথা লইয়া দেবলস্মৃতি রচিত হয়। তাহার প্রথম শ্লোকই "সিন্ধুতীরে" কথা দিয়া আরম্ভ।

সিন্ধুতীরে সমাসীনং দেবলং মুনিসত্তমম্।
সমেত্য মুনয়ঃ সর্বে ইদং বচনমব্রুবন্॥ ১॥

—স্মৃতীনাং সমুচ্চয়ঃ, পুনা, পৃ ৮৫

এখন সেখানে হিন্দুসংস্কৃতির কোনো বৈশিষ্ট্যই আর নাই। প্রথমে মুসলমান সংস্কৃতি পরে এখনকার পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতিতে সিন্ধুদেশ এতদূর পরিপূর্ণ যে, আমি যখন ১৯৩৬ সালে সেখানে এই সব খোঁজে যাই তখন কোনো ভালো পণ্ডিত বা সংস্কৃত গ্রন্থের খোঁজ বা ধর্ম্মশাস্ত্রের কোনো সম্প্রদায়ের দেখা পাই নাই। এখন সেখানে কোনোমতে বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি চালাইবার মত কিছু মুখস্থমন্ত্রমাত্রসর্বস্ব ব্রাহ্মণ পুরোহিতের দেখা পাইলাম। তাঁহারা রাজপুতানা পুষ্করের পোখরনা ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের দুর্গতি দেখিয়া আর কোনো অভিযোগ করিতে প্রবৃত্তিই হইল না।

সিন্ধুদেশবাসীরা বলেন আমাদের দেশে ব্রাহ্মণেরাই এত দুর্গত যে অস্পৃশ্য বলিতে আমরা ব্রাহ্মণদিগকেই বুঝি। অত্যন্ত অনাদর ও অবজ্ঞার মধ্যে, দারিদ্র্যে অজ্ঞানতায় পূর্ণ হইয়া অতিকষ্টে একদল লোক শুদ্ধ অশুদ্ধ যা-খুশি মন্ত্র পড়াইয়া বাঁচিয়া আছেন মাত্র। তাঁহারাই সিন্ধুদেশের ব্রাহ্মণ ও পুরোহিত সম্প্রদায়। এই দুর্গতি দূর করিবার জন্য সিন্ধুর সুসন্তান দেওয়ান দয়ারাম গিডুমল দক্ষিণদেশ হইতে ভালো পণ্ডিত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

আনাইয়া সিন্ধুদেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাই আমি পুনার সুপণ্ডিত কাশীনাথ শাস্ত্রীকে সিন্ধু-হায়দরাবাদে দেখিয়া একটু আশান্বিত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে শুনিলাম, তাঁহাকে সরাইয়া একটি আধুনিকভাবে শিক্ষিত মহিলার উপর ওখানকার সংস্কৃত শিক্ষার ভার দেওয়া হইয়াছে। এখন সিন্ধুর সংস্কৃত সংস্কৃতি কিরূপ অগ্রসর হয় তাহা দেখিবার বিষয়।*

অব্রাহ্মণদের রচিত ধর্মশাস্ত্র

ধর্মশাস্ত্রের বিস্তর গ্রন্থ রাজাদের অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের রচিত। রাজা টোডরমল্ল ছিলেন খেত্রী। শিবরাম ছিলেন মোঢ়বৈশ্য, তাঁহার সুবোধিনী-পদ্ধতি, গোভিল গৃহ্যসূত্র, ছন্দোগানীয়াহ্নিক টীকা, শ্রাদ্ধচিন্তামণি-টীকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আজও পণ্ডিতেরা রক্ষা করিয়াছেন। নারীদের রচিত অনেক ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ আছে। নারীদের অনুরোধে এবং রাজাদের অনুরোধে রচিত গ্রন্থের তো অবধি নাই। এই সব দেখিয়া মনে হয় অনেক বিষয়ে প্রাচীনেরা ছিলেন রীতিমত উদার।

সিন্ধু ও পঞ্চনদে গুরু নানকের ধর্ম্মপ্রচারের পরে আজ যাহা কিছু হিন্দু সংস্কৃতি তাহা আর্য-সমাজের কল্যাণে।

রাজপুতানায় ও মহাকোশলেও নানাদিকের হিন্দুর স্রোত আপন আপন ধর্মশাস্ত্র ও আচার লইয়া গিয়াছে।

এখন সর্বশেষে আমার বক্তব্য এই যে, ভারতের হিন্দুসংস্কৃতি ও জনগণের বিচিত্র ধর্মকথা জানিতে হইলে যেসব তত্ত্ব নানা দিক দিয়া দেখিতে হইবে তাহার কয়েকটি মাত্র জনগণনায় বা নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের

* এখন তো সিন্ধুদেশের হিন্দু সংস্কৃতির কথা একেবারেই ভাবনার অতীত।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পরীক্ষার মধ্যে পড়িয়া আলোচিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তাহাদের ধর্ম ও ধর্মশাস্ত্রগত আচার ও বিচারের আলোচনা এই-ক্ষেত্রে-বিশেষজ্ঞ ও মানবক্ষেত্রের অভিজ্ঞ যথার্থ পরীক্ষকদের আলোচিত না হইলে হইবে না। আমার নিজের কাজের ক্ষেত্র ভিন্ন, তবু আমি পণ্ডিতগণের এই সব বিষয়ে একটু মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহি। তবে ইহা আমার মতো মানুষের কর্ম নহে। এই জন্য আমি এই-ক্ষেত্রে-বিশেষজ্ঞগণের সমবেত গবেষণা ও আলোচনা প্রার্থনা করি।

শেষ কথা

নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও হিন্দু সংস্কৃতি অখণ্ড। বহু সংস্কৃতির যোগাযোগে আমাদের এই হিন্দু সংস্কৃতি। আমাদের মধ্যে কিছু আছে বেদাচার, বাকিটা তান্ত্রিক এবং অনেকখানি স্ত্রী-আচার। কোনটাই উপেক্ষণীয় নয়। সব মিলিয়াই ভারতের সম্মিলিত ধর্ম। হিন্দু অর্থই ভারতীয়। এখানে কোনো সংস্কৃতিই অন্য সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করে নাই। হিন্দুর মধ্যে দিবা-বিবাহও আছে, রাত্রিতে বিবাহও আছে। এই দেশে প্রদেশভেদে মাতুলকন্যা-বিবাহও আছে, আবার তাহাতেই জাতি যায় এমন স্থানও আছে। এক সময় গোবধও এখানে চলিত, এখন সেই নামে লোকে শিহরিয়া উঠে। বিরাট দেশে এবং দীর্ঘ বিস্তীর্ণ কালে অনেক অদলবদল ঘটিয়াছে।

এই দেশে একসময় ঋক্‌মন্ত্র-গায়কেরা সামগাথার সুর সহিতে পারিতেন না। সামগায়কেরাও প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভাগবত সংগীতকে বাধা দিয়াছেন। ভাগবত সংগীতের পরে আসিল আচার্য যুগ। গানের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

পদ্ধতি ও ঠাট ক্রমেই বদল হইল। পরে মুসলমানযুগে সংগীতের আরও অদলবদল হইল। ভারতীয় সুরে অ-ভারতীয় সুর মিলিল। লোক-গীতকে ধ্রুপদ নামে মার্গসংগীতের আসনে উঠানো হইল। ধ্রুপদীরা আবার খেয়াল সংগীতকে বাধা দিলেন। খেয়ালওয়ালারাও পরে বাধ্য হইয়া টপ্পা ও ঠুংরিকে স্বীকার করিলেন। এখন যে সংগীতরীতি চলিতেছে তাহা দুইশত বৎসর আগে পাটনা হইতে প্রবর্তিত। প্রাচীন কনকাঙ্গী ঠাট আর চলে না, এখন গান চলে বেলাওলের ঠাটে। পুরানো তালও কোন্ কালেই অদলবদল হইয়া গিয়াছে। এত অদলবদল সত্ত্বেও কিন্তু এই-সবই আজ হিন্দু সংগীত নামেই চলিতেছে। অনেক বিরোধ সহিতে না পারিলে আর মহত্ত্ব কিসের?

এই দেশের প্রদেশভেদে বেশভূষা বিভিন্ন, শাড়ি পরায়ও প্রদেশ-ভেদে হেরফের আছে, চুলবাঁধা এবং প্রসাধনও একরকম নয়। তবু ভারতের ও তাহার সংস্কৃতির একটা অখণ্ডতা আছে। প্রাদেশিকতার সংকীর্ণতা নূতন-আমদানি বস্তু।

প্রাচীন কালেই এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে বহু লোক বহু জাতি গিয়া বসবাস করিয়াছেন, কারণ তখন প্রাদেশিকতার বাধা ছিল না। বাঙালী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরা নাকি কান্যকুব্জ হইতে সমাগত। মান্দ্রাজ গঞ্জামে তাঁতি নামে জাতি আছে। তাঁহারা কোনো কালে উড়িষ্যা বা বাংলা হইতে গিয়াছেন।[১] পটুয়া ও পট-দেখান জাতিও উত্তর ভারতের মত দক্ষিণেও আছে।[২] গৌড় সারস্বত ব্রাহ্মণেরাই বোধ হয় দুর্গাপূজা মহারাষ্ট্রে কর্ণাটে বহন করেন। সেখানে শান্তদুর্গা ও নবদুর্গা দেবী আছে। পূর্ববঙ্গের মতো নেপালেও বনদুর্গার পূজা দেখা যায়। প্রায়শ্চিত্তার্ণব-রচয়িতা নেপালভূপতি প্রতাপবর্মা তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। কর্ণাটে চন্দ্রনাথ শিব আছে। কলাপ ব্যাকরণের উৎপত্তি

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দক্ষিণভারতে সাতবাহন রাজার দেশে। তাহা এখন চলে কাশ্মীরে ও পূর্ববঙ্গে। বল্লাল রাজার সময়কার জ্যোতিষশাস্ত্রের কালগণনা দেখা যায় কাশ্মীরের পদ্ধতির সঙ্গে মেলে। তন্ত্র ও আয়ুর্বেদের দিক দিয়া বাংলা দেশ, কাশ্মীর ও মালাবারের যোগ আছে। কর্ণাটের বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত এখন আমাদের জিনিস। জয়দেব বাংলার হইয়াও সারা ভারতের।

মালাবারের নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরা এখন বেদবিদ্যায় সারা ভারতে অগ্রণী। এমন প্রাচীনপন্থা জাতি কোথাও দেখা যায় না। যাগযজ্ঞ, প্রাচীন অগ্নির অর্চনা নাম্বুদ্রীরাই এখনো বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। ইঁহাদের বাড়িঘর পুষ্করিণীর ব্যবস্থা, কথায় কথায় স্নান—সবই পূর্ববঙ্গের মতো। ইঁহাদের বাড়িকে "ইলাম" বলে। বাড়ির চতুঃসীমার মধ্যেই নিজেদের পুষ্করিণীতে ইঁহাদের নিত্য স্নান করা চাই। নিজ উদ্যানের পুষ্করিণীর তীরে মৃত্যুর পরে আম-গাছ কাটিয়া দাহ করিতে হইবে।[৩] আমকাঠ হইলেও মৃত্যুর পূর্বেকার কাটা কাঠে দাহ চলিবে না।[৪]

মালাবারেও দেখি ম্রিয়মানকে ঘরের বাহির করিয়া ভূশয্যায় শোয়াইতে হয়।[৫] মৃত্যুকালে মুখে তুলসীর জল ও স্বর্ণ দিতে হয়।[৬] দাহকালে ঘট ভাঙাও আছে। নিয়ম আছে ঘট পাছে রাখিয়া বাড়ি ফিরিতে হইবে, ঘটের দিকে তাকানো চলিবে না।[৭] অশৌচকালে গলায় লোহার চাবিকাঠি ঝুলাইতে হয়।[৮] এই সবই আমাদের আছে। শ্রাদ্ধান্নশেষ কাঁসার পাত্রে কাকপক্ষীকে দিতে হইবে। শ্রাদ্ধান্ন কুকুরে খাইলে দোষ হয়।[৯] দাহান্তে অস্থিচয়ন করিয়া গঙ্গায় বা কোনো তীর্থে দিবার বিধি।[১০] মৃত্যুকালে উচ্চস্বরে নাম শুনাইতে হয়।[১১] এই সব আচারই বাংলা দেশকে স্মরণ করায়। বাংলা দেশের মতো সেখানেও নায়ার-প্রধানকে "কর্তা" বলে।[১২] মাদুরায় রাজাদের কর্তা বলিত।[১৩] বাংলায় বৈষ্ণব

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

গ্রন্থে দেখি "অষ্ট কবিরাজ"। নাম্বুদ্রীদের মধ্যেও "অষ্ট বৈদ্য" আছে।[১৪] সেখানেও পূর্ববাংলার মতো নারীরা শাড়ি দুই ভাঁজ বা ফের করিয়া পরেন।[১৫] সেখানেও নষ্টচন্দ্রায় রাত্রিতে ছেলেরা উপদ্রব করিয়া গাছের ফল চুরি করিয়া গালাগালি পাইলে ধন্য হয়।[১৬] বাংলায় ও মালাবারেই সুযাত্রা ও অযাত্রার চিহ্নগুলি একই রকমের।[১৭] তিন বিপ্র বা তিন শূদ্র একত্র যাত্রা করা অশুভ।

এই সমস্ত কারণে অনেকে মনে করেন মালাবারের অতিশয় নিষ্ঠাবান বেদপন্থী নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণেরা একসময় বাংলাদেশ হইতেই সেদেশে গিয়াছেন। তামিল ও কর্ণাটী ব্রাহ্মণেরাও চিরদিনই এই কথা বলেন।

মালাবারের আচারে দেখি জন্ম ও মৃত্যুর অশৌচ ও ঋতুর অশৌচ ঠিক পূর্ববাংলার মতোই পালনীয়। ঋতুদূষিত ও প্রসবদূষিত বস্ত্র ধোপার স্পর্শ ছাড়া শুদ্ধ হয় না।[১৮] ধোপা নাপিত ছাড়া কোনো অনুষ্ঠানই চলে না।[১৯] সমাজে বন্ধ করিতে হইলে ধোপা নাপিত বন্ধ করিতে হয়। বাংলা দেশের মতই নাম্বুদ্রীরা কাঁসার বাসন ব্যবহার করেন।[২০] নাম্বুদ্রীদের ভোজ্য পরিবেশনও বাংলাদেশেরই মত। রান্না ও খাদ্য সম্বন্ধে বাছাবাছি ও উচ্ছিষ্ট বা "এঁটো"র আচার ঠিক আমাদেরই মতো।[২১]

নাম্বুদ্রীদের ও নায়ারদের বিবাহাদি কর্মে মাঙ্গল্য দ্রব্যও আমাদেরই সঙ্গে মিলে। হাতে হরিদ্রারঞ্জিত মঙ্গল সূত্র বাঁধা হয়।[২২] অষ্টমঙ্গল ও অষ্টাহ পালিত হয়।[২৩] বিবাহে ঠিক আমাদের দেশের মতই উলুধ্বনি আছে। এই উলু আর কোথাও শুনি নাই। ইহাকে এদেশে "কুরব" বলে।[২৪] ইহাঁদের প্রভাবে তদ্দেশীয় খ্রীস্টান ও ইহুদীদেরও বিবাহে উলুধ্বনি হয়।[২৫] বিবাহকালে নাম্বুদ্রী বর কাঁসার দর্পণ ও অস্ত্র লইয়া যাত্রা করেন।[২৬] বিবাহে নাম্বুদ্রী বর-কন্যারা আংটি লইয়া জলখেলা

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

করেন।[২৭] সেদেশে তাহাকে মাছধরা খেলাও বলে। আচারের মধ্যে মাছধরাও আছে। বিবাহের মাঙ্গলিকে বেশ্যার সহায়তা লইতে হয়। বেশ্যাদের "নাইকানী" বলে।[২৮] পূর্ববঙ্গে তাই হাবভাব দেখানোকে "নাইকানীপনা" বলে। হয়তো ইহাই "ন্যাকামি"।

ঐদেশে বিবাহের প্রধান আচারই হইল বর কন্যাকে "তালি" বা মাদুলি পরাইয়া দেন। সেকালে পূর্ববঙ্গে অধিবাসে বরের বাড়ির মাদুলি না আসিলে কন্যার গৃহের কোনো কাজই আরম্ভ হইত না।

মালাবারাদি দেশে "তালি" (Tali) ছাড়া বিবাহই হয় না।[২৯] ঐ প্রথা সেখানকার খ্রীস্টানেরাও গ্রহণ করিয়াছেন।[৩০] ঐ দেশবাসী সিরীয় খ্রীস্টানদের বিবাহেও "তালি" চাই।[৩১] ইহুদীদেরও বিবাহে "তালি" না হইলে চলে না।[৩২] ওখানকার মুসলমানদের বিবাহেও "তালি"র আচার আছে।[৩৩]

মালাবারেও বাংলা দেশের মতো গর্ভিণী নারীর পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত, সাত মাসে সপ্তামৃত এবং নয় মাসে সাধ খাওয়া আছে।[৩৪]

মালাবারের মন্দিরগুলির মধ্যে নেপালের মন্দিরের কিছু কিছু মিল দেখা যায়। ফার্গুসানও এই মত দিয়াছেন।[৩৫] সে দেশে মুসলমানদের মসজিদও শিবমন্দিরের মতো দেখিতে।[৩৬]

মালাবারেও চৈত্রসংক্রান্তিতে বিষুপূজা হয়।[৩৭] নাম্বুদ্রী ব্রাহ্মণদের বিবাহে মেয়েরা আসিয়া বরকে দীপাদির দ্বারা বরণ করেন।[৩৮] কেহ কেহ তাহাতে বশীকরণ (যাদু) থাকে বলিয়া আপত্তি করেন। "উরালী" জাতির মধ্যে এইসব লইয়া বিবাহের সময় একটা মারামারি চলে।[৩৯] পূর্ববঙ্গে আমরা ছেলেবেলা এইরূপ মারামারি দেখিয়াছি। ইহাকে "কেছলা ছোঁয়ানো" বলিত। তাহা এখন বোধহয় আর নাই।

পূর্ববঙ্গে সেকালে বউরা শাশুড়ির সঙ্গে কথা কহিতেন না।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ইশারায় কথা চলিত। দক্ষিণে কৈকাটু জাতির মধ্যে তাহা এখনও আছে।[৪০] কাঁখে কলসীও বাংলা দেশের মতো আছে।[৪১]

এই সমস্ত আচারের খুঁটিনাটি মিল-অমিল সব সময় সকলের দেখিবার সুযোগ ঘটে না। কিন্তু তীর্থস্থানে গেলে নানা প্রদেশের নানা আচার পাশাপাশি এক স্থানেই দেখা যায়। কাশীতে থাকায় এইগুলি ছেলেবেলাই লক্ষ্য করিতাম। কিন্তু ইহার মহত্ত্ব তখনও বুঝি নাই।

কিন্তু পরে শান্তিনিকেতন হইতে ১৯২৩ সালে যে-বার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাশীতে গেলাম সে-বার ঘাটে ঘাটে মন্দিরে মন্দিরে নানা প্রদেশের লোকের পাশাপাশি পূজা-অর্চনা ও ব্রতাদি আচার দেখিয়া কবি বলিলেন, কাশীবাসীদের এমন সুযোগ যেন বৃথা না যায়। এই এক স্থানে বসিয়াই সারা ভারতের পরিচয় মিলিতে পারে। সেখানে সভাতেও তিনি সকলের কাছে এই নিবেদন করিলেন।

তখন বুঝিলাম কাশীতে বাল্যকালে যেসব নানা প্রদেশের আচার-বিচারের মিল-অমিল দেখিয়া আসিয়াছি তাহার মূল্য কত। তখন হইতেই নানা তীর্থ পরিক্রমকালে ও নানা গ্রন্থ ও শাস্ত্র পড়িবার সময় এই দিকেও একটু দৃষ্টি রাখিলাম। দেখিলাম ভারতের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যেরও অন্ত নাই অথচ তাহাতে ঐক্যও নষ্ট হয় নাই।

সারা ভারতে একই সন্ধ্যা গায়ত্রী সকলে দিনে তিনবার সাধনা করেন। একই শিব ও বিষ্ণু ও দেবী নানা ভাবে সর্বত্র পূজিত হন। একই রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ও ভাগবত নানা প্রদেশে পাঠিত হয়। একই গয়াতীর্থে সকলের মুখ্য পিতৃকৃত্য। একই কাশীতে সকলের মুখ্য শিবার্চনা। একই হরিদ্বারে ও প্রয়াগে সকলের স্নান। সারা ভারতে একই গীতগোবিন্দের গান। কর্ণাটের বিল্বমঙ্গল তো আমাদের সবারই আপন লোক। মহাপ্রভু সর্বশাস্ত্র ভাসাইয়া দিয়া দক্ষিণ দেশ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

হইতে এই কৃষ্ণকর্ণামৃত ও ব্রহ্মসংহিতা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন। শ্রীরাম-শ্রীকৃষ্ণ সর্ব ভারতে অর্চিত। একই দশকর্ম ভারতের সর্বত্র চলে। প্রাদেশিকতার বাধা কোথায় ?

যে দেবতারই অর্চনা করি না কেন, চারি ধামের অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম সারা ভারতের চৌরাশি তীর্থের সলিলে ইষ্টদেবতার অভিষেক না হইলে অভিষেক পূর্ণ হইবে না। শঙ্করাচার্য সারা ভারতের জন্য তাঁহার দশনামী সম্প্রদায় করিলেন। তাঁহারই চারি মঠ ভারতের উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমে মহীশূরে-হিমালয়ে-দ্বারকায়-পুরীতে। হিমালয় বদ্রীনাথের পুরোহিতেরা মালাবারের ব্রাহ্মণ।

তান্ত্রিকেরা তো সারা ভারতবর্ষকে একই জগন্মাতার পুণ্য দেহ মনে করিয়া ৫২ পীঠে তাঁহার ৫২ অঙ্গ মানিয়া লইলেন। পীঠস্থানের মধ্যে হিংলাজ হইল বেলুচিস্থানে ও কামরূপ হইল আসামে। কুমারিকা হইতে জ্বালামুখী সর্বত্রই দেবীর অঙ্গ। সেই দেবীর অখণ্ড দেহ কি আমরা খণ্ডিত করিতে পারি ? একই শিব একই বিষ্ণু ভারতের চারি দিকে চৌরাশি ক্ষেত্রে বিরাজিত, তাহাকে খণ্ডিত করি কেমন করিয়া ? তন্ত্র বলেন ৫২ পীঠ আমাদেরই দেহে। আমরা কি নিজেকেই খণ্ডিত করিতে পারি ?

তাই দেখি এই দেশে প্রাদেশিকতার স্থান নাই। যাঁহারা প্রাদেশিকতার প্রচার করেন, তাঁহাদের ভারতের চিরন্তন সাধনা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় নাই বা তাহার প্রতি দরদ নাই। ইংরাজ যাইবার সময় আমাদের এই বিষ দিয়া গেলেন। আমরা যে ইহা সাদরে লইলাম ইহাই বিস্ময়কর।

ইংরাজের দেওয়া এই বিষ যদি দূর করিতে হয় তবে সর্বপ্রকারে সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে। এই ঊর্ধ্বে ওঠা কেবল মুখে মন্ত্র বা নাম আওড়াইলেই চলিবে না। অন্তরের

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

দৃষ্টি বদলাইতে হইবে এবং সকল কর্মে আপনার উদারতার পরিচয় দিতে হইবে।

কর্ম ও সাধনা ছাড়িয়া যখন কোনো দেশ শুধু মন্ত্র জপ করে তখনই তাহার মৃত্যু। ভারতের দুর্দিনে ভট্ট কমলাকর (১৬১০-১৬৪০ খ্রী- মধ্যে তাঁহার সব গ্রন্থ রচনার কাল) বিষ্ণুপুরাণ হইতে একটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া দেখান যে "যাঁহারা কর্তব্য কর্মকে এড়াইয়া শুধু হরি হরি বলিয়া নাম জপ করেন তাঁহারা কোনোমতেই বৈষ্ণব নহেন। অকর্মা সেই সব পাপাশয়েরাই হরির সর্বাপেক্ষা শত্রু। কারণ কর্মের জন্যই বার বার শ্রীহরি জন্ম লইয়াছেন।"

অপহায় নিজং কর্ম কৃষ্ণকৃষ্ণেতিবাদিনঃ।
হে হরেদ্বেষিণঃ পাপা কর্মার্থং জন্ম যদ্ হরেঃ॥

—তিলক কৃত গীতারহস্যে উদ্ধৃত, পৃ ৭০৫

তবেই দেখা যায় 'নাম-জপা' বৈষ্ণবেরাই আজ সর্বাপেক্ষা বিষ্ণু বিদ্বেষী। আজ এই কারণে শুধু বৈষ্ণব বা ধর্মার্থীদের গালি দিলেই হইবে না, রাজনীতিতেও এখন মন্ত্র জপই আমাদের সাধনার সর্বস্ব হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা কাজ করি না, আওড়াই শুধু মন্ত্র বা স্লোগান; এ বিষয়ে সকল স্লোগান-পন্থীদের একই দশা। প্রাচ্যে পাশ্চাত্ত্যে এখানে কোনোই ভেদ নাই। রুশীয় মন্ত্র পথে পথে ঘোষণা করিয়াই আমরা খালাস, তদুচিত জীবনযাপনের কোনোই প্রয়োজন নাই। খদ্দরের জামা পরিয়া ও রামধুন গান করিয়া আমরা হিংসা, বঞ্চনা, কালোবাজার প্রভৃতি সব দুষ্কৃতিই করিতে পারি। মহাত্মাজীর নাম করিয়া আমরাই যে সর্বাপেক্ষা মহাত্মা-বিরোধী সেই কথা কি আমাদের মনে আসে?

"তে হরেদ্বেষিণঃ পাপাঃ।"

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

এমন করিয়া কি কোনো দেশ শুধু মন্ত্র বা স্লোগান জপিয়া রক্ষা পায়? মনে রাখিতে হইবে যে মহাত্মাজীর অহিংসা ও অভেদের স্লোগানগুলির জপমন্ত্র মাত্র না করিয়া জীবনে সেগুলির সাধনা করিতে হইবে। সর্বভাবে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা, শ্রেণীভেদ পরিহার করিতে হইবে।

আগে জাতিভেদ প্রথায় ব্রাহ্মণদের লাভ ছিল বলিয়া তাঁহারা কিছুতেই তাহা ছাড়িতে চাহিতেন না। এখন জাতিভেদে তপশীলীদেরই লাভ। কাজেই এই নবযুগে সকলে জাতিভেদ ছাড়িলেও তপশীলীরা সহজে এই ভেদ লুপ্ত হইতে দিবেন না। কিন্তু সত্যকার অভেদ স্থাপন করিতে হইলে উপর নীচ দুই দিকেরই জাতিগত বাধা সরাইতে হইবে। "বিপ্রলব্ধে"র মত "শূদ্রলব্ধ" হওয়াও দুর্গতি।

মোট কথা এই সত্য সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও হিন্দুর সংস্কৃতির মধ্যে একটা পরম ঐক্য ও জীবন আছে। সকল বৈচিত্র্যকেও স্বীকার করিয়াও এই ঐক্য নষ্ট হয় নাই।

আমাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির মতো আমাদের দেশও নানা প্রদেশে বিচিত্র হইলেও এক। প্রাদেশিকতা দেখিতে চায় শুধু ভেদকে। সর্বভেদ লইয়া যে অভেদ তাহাকে দেখিতে পাওয়ার মত উদার দৃষ্টি সংকীর্ণ প্রাদেশিকতায় নাই। আমাদের অভেদ শুধু আমাদের মুখের কথা নহে, ইহা সকল হিন্দুর সাধনার ধন। জীবনে ও মরণে আমাদের সকল ক্রিয়াকর্মে ও অনুষ্ঠানে সেই অখণ্ড ঐক্যেরই সাধনা।

এখনো আমরা যেখানেই স্নান করি সেখানেই ভারতের সর্বতীর্থকে আবাহন না করিয়া পারি না। সকল নদী সকল তীর্থ স্নানকালে উপস্থিত হউক ইহাই প্রার্থনীয়।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ওঁ কুরুক্ষেত্রগয়াগঙ্গাপ্রভাসপুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তিহ॥

সন্ধ্যা-পূজা করিতে বসিয়াই কোশার জলে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, সিন্ধু, কাবেরী সকলকে সন্নিহিত হইতে বলি।

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

ক্রিয়ামাত্রেই ঘট স্থাপনা করিতে হয়। তখন বলিতে হয় স্বর্গে, মর্ত্তে ও পাতালে গঙ্গাদি সর্ব নদ-নদী সকল পুণ্য সরোবর প্রস্রবণ ও যেখানে যে পুণ্যতীর্থ আছে সবই এই ঘটে সন্নিহিত হউক।

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্বাঃ সরাংসি জলদা নদাঃ।
হ্রদাঃ প্রস্রবণাঃ পুণ্যাঃ স্বর্গ-পাতাল-ভূগতাঃ।
সর্বতীর্থানি পুণ্যানি ঘটে কুর্বন্তু সন্নিধিম্॥

সারাজীবন অখণ্ড মায়ের কোলে এমনভাবে ধর্ম-কর্ম ও লীলা-খেলা সমাপ্ত করিয়া মৃত্যুর পরে যে শেষ স্নান করিব তাহাতেও সেই একই কথা। তখনও সারা ভারতের পুণ্যজলেই মায়ের সন্তানের দেহকে স্নান করাইতে হইবে।

ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যা শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রং চ গঙ্গাং চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাং॥
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাং চ সর্বপাপপ্রনাশিনীম্।
ভদ্রাবকাশাং সরযূং পনসং গণ্ডকীং তথা।
বৈনবঞ্চ বরাহং চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা॥
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাস্তথা॥

"গয়াদি সর্ব তীর্থ, পবিত্র সব গিরি ও কুরুক্ষেত্র, গঙ্গা সরিদ্বরা যমুনা কৌশিকী সর্বপাপহারিণী চন্দ্রভাগা ভদ্রাবকাশা সরযূ গণ্ডকী প্রভৃতি পুণ্য

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

নদী, পনস বৈনব বরাহ পিণ্ডারক প্রভৃতি সকল তীর্থের পবিত্র ধারায় এই দেহ ধন্য হউক।" মৃত্যুর পরেও অখণ্ড ভারতের কি মহামন্ত্র!

এই দেশে যাঁহারা প্রাদেশিকতা আনিতে চাহেন তাঁহারা যে অখণ্ড জননীকে খণ্ডিত করিতে চলিয়াছেন। মাতৃঘাতী পরশুরামের পরশু তবু বহু তপস্যায় হাত হইতে খসিয়াছিল, কারণ তাহা ঘটিয়াছিল পিতৃ আজ্ঞায়। এই পরশু তো কিছুতেই খসিবে না। আমরা আজ এই পাপ করিতেছি কাহার আজ্ঞায়?

---

১. Thurston and Rangachari : *Castes and Tribes of Southern India*, VII, b 175

২. Nanjundayya and Iyer : *The Mysore Tribes and Castes*, pp 532-35

৩. *Castes and Tribes of Southern India*, II, pp 360, 370

৪. *ibid*, VII, p 91 ; V, p 351

৫. *ibid*, V, pp 360-61

৬. *ibid*, V, p 309

৭. *ibid*, p 359

৮. *ibid*, p 352

৯. *ibid*, p 355

১০. *ibid*, p 356

১১. *ibid*, 360

১২. *ibid*, III, p 254

১৩. *ibid*, p 295

১৪. *ibid*, V, pp 125, 163-64

১৫. *ibid*, p 366

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১৬. *ibid*, p 371
১৭. *ibid*, p 371
১৮. *ibid*, VII, p 39
১৯. *ibid*, V, pp 346, 377
২০. *ibid*, p 178
২১. *ibid*, p 178
২২. *ibid*, II, p 266 ; III, p 147
২৩. *ibid*, V, p 331
৪. *ibid*, pp 318, 336
২৫. *ibid*, II, p 490
২৬. *ibid*, V, pp 198, 315, 321, 336
২৭. *ibid*, pp 164, 202, 203
২৮. *ibid*, VI, 406
২৯. *The Mysore Tribes and Castes*, II, pp 10, 209
৩০. *ibid*, III, 46
৩১. *Castes and Tribes of Soathern India*, VI, p 445
৩২. *ibid*, II, p 490
৩৩. *ibid*, V, p 5
৩৪. *ibid*, V, pp 349-50
৩৫. *ibid*, IV, 470
৩৬. *ibid*
৩৭. *ibid*, V, p 378
৩৮. *ibid*, p 199
৩৯. *ibid*, VII, p 254
৪০. *ibid*, III, p 31
৪১. *The Mysore Tribes and Castes*, IV, p 189

———

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তিঃ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১৫	অঞ্চল	অঞ্চলে
৮	২২	দেওয়	দেওয়া
৯	১২	কেলাডি	কেলাদি
১২	৪	একদল	তাহা
১২	২১	পাণ্ডুরত্ন	পাণ্ডুরঙ্গ
১৩	১৬	আর্যের	অনার্যের
১৬	১১	পৌনাদের	পৌনাদের বা পুনিয়াদের
২৮	১০	অনন্তের পুত্র	অনন্তের পুত্র, নীলকণ্ঠের ভ্রাতা
২৮	১১	নীলকণ্ঠের	বাদ যাইবে
৩৬	শেষ	ঈশান	ঈশান,

পুস্তকালয় গুরুকুল কাংগড়ী

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

১. সাহিত্যের স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. কুটিরশিল্প : শ্রীরাজশেখর বসু
৩. ভারতের সংস্কৃতি : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী
৪. বাংলার ব্রত : শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৫. জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৬. মায়াবাদ : মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ
৭. ভারতের খনিজ : শ্রীরাজশেখর বসু
৮. বিশ্বের উপাদান : শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য
৯. হিন্দু রসায়নী বিদ্যা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
১০. নক্ষত্র-পরিচয় : অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ সেনগুপ্ত
১১. শারীরবৃত্ত : ডক্টর রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল
১২. প্রাচীন বাংলা ও বাঙালী : ডক্টর সুকুমার সেন
১৩. বিজ্ঞান ও বিশ্বজগৎ : অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়
১৪. আয়ুর্বেদ-পরিচয় : মহামহোপাধ্যায় গণনাথ সেন
১৫. বঙ্গীয় নাট্যশালা : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৬. রঞ্জন-দ্রব্য : ডক্টর দুঃখহরণ চক্রবর্তী
১৭. জমি ও চাষ : ডক্টর সত্যপ্রসাদ রায় চৌধুরী
১৮. যুদ্ধোত্তর বাংলার কৃষি-শিল্প : ডক্টর মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা

। ১৩৫১ ।

১৯. রায়তের কথা : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী
২০. জমির মালিক : শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত
২১. বাংলার চাষী : শ্রীশান্তিপ্রিয় বসু
২২. বাংলার রায়ত ও জমিদার : ডক্টর শচীন সেন
২৩. আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা : অধ্যাপক শ্রীঅনাথনাথ বসু
২৪. দর্শনের রূপ ও অভিব্যক্তি : শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
২৫. বেদান্ত-দর্শন : ডক্টর রমা চৌধুরী
২৬. যোগ-পরিচয় : ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার
২৭. রসায়নের ব্যবহার : ডক্টর সর্বাণীসহায় গুহ সরকার
২৮. রমনের আবিষ্কার : ডক্টর জগন্নাথ গুপ্ত
২৯. ভারতের বনজ : শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু
৩০. ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস : রমেশচন্দ্র দত্ত
৩১. ধনবিজ্ঞান : অধ্যাপক শ্রীভবতোষ দত্ত
৩২. শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু
৩৩. বাংলা সাময়িক সাহিত্য : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩৪. মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ : রজনীকান্ত গুহ
৩৫. বেতার : ডক্টর সতীশরঞ্জন খাস্তগীর
৩৬. আন্তর্জাতিক বাণিজ্য : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

। ১৩৫২ ।

৩৭. হিন্দু সংগীত : শ্রীপ্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
৩৮. প্রাচীন ভারতের সংগীত-চিন্তা : শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
৩৯. [illegible] : শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মিত্র
৪০. বিশ্বের ইতিকথা : সুশোভন দত্ত

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar